Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিজওয়ানা ইসলাম

রোলঃ 227020062

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিজওয়ানা ইসলাম

রোলঃ 227020062

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিজওয়ানা ইসলাম, আইডিঃ 227020062বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রিজওয়ানা ইসলাম

(স্বাক্ষর)

রিজওয়ানা ইসলাম

আইডিঃ 227020062

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 9

সালাতের পরিচিতি 9

সালাতের শাব্দিক অর্থ 10

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সালাতের উৎপত্তি 11

সালাত কার উপর ফরজ/সালাতের শর্তাবলীঃ 14

সালাত আরবীতে পড়ার কারণ 17

দ্বিতীয় অধ্যায় 18

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত 18

হাদিসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত 22

তৃতীয় অধ্যায় 24

সালাতের প্রকার 24

ফরজ সালাত আবার দুই ধরনের 25

সুন্নাত সালাত দুই ধরনের 26

সালাতের ওয়াক্ত 28

ফজরের ওয়াক্ত 30

যোহরের ওয়াক্ত 31

আসরের ওয়াক্ত 31

মাগরিবের ওয়াক্ত 31

এশার ওয়াক্ত 31

বিতরের ওয়াক্ত 32

তাহাজ্জুদ সালাতের ওয়াক্ত 33

সালাতের নিষিদ্ধ সময়ঃ 33

সালাতের মাকরুহ সময় 34

চতুর্থ অধ্যায় 35
সালাত আদায়ের নিয়ম 35
সালাতের আদায়ের পদ্ধতি 36
সালাত কবুলের শর্ত........ 42
সালাতের আহকাম ও আরকানসমূহ 42
সালাতের ফরজ........ 42
সালাতের ওয়াজিব........ 46
সালাতের সুন্নাতঃ........ 47
সালাতের খুশু-খুজু........ 50
সালাতে খুশু-খুজুর ফজিলত ও উপকারিতা........ 51
সালাতে খুশু-খুযু অর্জনের উপায়........ 52
সালাত ভঙ্গের কারণ 54
সালাতের মধ্যে মাকরুহ কাজ........ 57
পঞ্চম অধ্যায় 63
জামাতে সালাত আদায়........ 63
জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত........ 64
জামাআতে প্রথম কাতারে সালাতের ফযীলত........ 67
বিভিন্ন ওয়াক্তের সালাত জামাআতে আদায়ের ফজিলত 68
জামাআত ত্যাগকারীদের জন্য সতর্কবাণী........ 70
জামাতে সালাত আদায়ের উপকারিতা........ 72
জামাতে সালাত পড়তে যাওয়ার নিয়ম........ 73
পরিবারকে সালাতের নির্দেশ........ 74
কেন নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন 74
সন্তানকে কেন সালাতে অভ্যস্ত করাবেন 77

কখন সালাত শেখাতে হবে 77
পরিবারকে যেভাবে সালাতে অভ্যস্ত করাবেন 79
পরিবারকে সালাতে অভ্যস্ত করার পুরস্কার 82
সালাত আদায়কারীদের পরিচয় 82
ষষ্ঠ অধ্যায় 87
সালাত পরিত্যাগকারী 87
সালাত পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ 87
সালাত পরিত্যাগকারীর পরিনাম 90
হাদিসের আলোকে সালাত পরিত্যাগকারীর পরিনাম 92
সালাত আদায়কারী বৃদ্ধির উপায় 94
সহায়ক গ্রন্থাবলী 96

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত ও মেহেরবানীতে "সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত"-এর উপর থিসিস করার সৌভাগ্য হয়েছে। সালাত মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি। আল্লাহতালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তার ইবাদতের জন্য। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে"

(সুরা জারিয়াত, আয়াত:৫৬)

সালাত হবে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। সালাত আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, আর এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সালাত শুধু উত্তম পন্থাই নয়, সালাত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রধান মাধ্যম। সালাত মুসলিম জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ, যা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের প্রশান্তি ও উন্নতির পথকে সুগম করে।

আমাদের সন্তান যখন আমাদের কথা অমান্য করে তখন আমাদের খুব কষ্ট হয়, রাগ হয় কিন্তু সেই আমরাই যখন আমাদের সৃষ্টিকর্তার কথা অমান্য করি তখন একবারও ভেবে দেখিনা আমাদের সৃষ্টিকর্তার কেমন লাগে! তাঁর কি কষ্ট হয় না!! রাগ হয় না আমাদের প্রতি!!! আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন না তিঁনি! তিনি দয়াময় বলেই আমাদের ধ্বংসও করেন না, রিযিকও বন্ধ করেন না। এরপরও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে কার্পণ্য করি। আমরা পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এমন ভাবে চলি যেন পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য এসেছি, আর কখনও আমরা আমাদের রবের কাছ ফিরে যাব না। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যা কিছুই কর আর যতই অহংকার করো আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। কেননা তিনি প্রতিনিয়ত মনে করে দেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে" (আল-ইমরান, আয়াত:১৮৫)

সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করে এবং তাঁর দয়া ও রহমতের প্রার্থনা করে; যা মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই গবেষণায় ”সালাতের গুরুত্ব, ও ফজিলত” আলোচনা স্বাপেক্ষে সালাতের উপকারিতা, পরিবারে সালাত আদায়ের অভ্যাস, জামাতে সালাত আদায়, অপরপক্ষে সালাত পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিনাম এবং সর্বোপরি দুনিয়া এবং আখিরাতে সালাতের গুরুত্ব নিয়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই থিসিসটি মুসলিম সমাজের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ‘গবেষণা পত্রটি’ একদিকে যেমন সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে, পাশাপাশি সালাত আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠায় যদি কোন আল্লাহর বান্দা সালাতের প্রতি অনুরক্ত হয় তবেই অর্জিত হবে এই গবেষণা পত্রটির স্বার্থকতা। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কামিয়াবি দান করুন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

সালাতের পরিচিতি

পবিত্র ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ‘সালাত' বা সালাত। সালাত একটি আরবী শব্দ। সালাত শব্দের ফারসি প্রতিশব্দ সালাত। সালাত বা সালাতের আভিধানিক অর্থ হল দোয়া করা, অনুগত হওয়া, তাসবীহ পড়া, কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দুরুদ পাঠ করা, দোয়া/প্রার্থনা করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা ইত্যাদি। তবে এ উপমহাদেশে সালাত অপেক্ষা সালাত শব্দটি অধিক প্রচলিত । সালাতের অর্থ সম্পর্কে হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক লিখেছেন যে, “শরীয়তের পরিভাষায় সালাতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মনোযোগ দেয়া, তার দিকে অগ্রসর হওয়া, তারই কাছে চাওয়া এবং একেবারে তার নিকটবর্তী হওয়া।[1]

সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।' এ জন্য কেউ রাসূলে কারীম (সাঃ) কে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর দ্বীনি দাওয়াতকে কবুল করলে ইসলাম তার থেকে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দাবি করে, সেটি হল সালাত।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

অর্থাৎ, সালাত হলো, সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম ফিরানোর দ্বারা শেষ হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার-৬১, www.ihadis.com)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরও কর্মপদ্ধতি ছিল যে, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার থেকে তাওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার পর সালাতের অঙ্গীকার নিতেন।[2] দ্বীন ইসলামে সালাত এমন ফরজ আমল যা কোনো মুসলমানের বর্জন করার কোনো প্রকার অবকাশ নেই। জীবনের সকল অবস্থায় সালাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। সালাত সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন যে, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা সালাতের কথা ৮২ বার উল্লেখ করেছেন। এত বেশি সংখ্যায় আর কোনো ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সালাত সর্বকালীন ও সার্বজনীন ইবাদত।[3]

[1] নামায, মাওলানা আব্দুল খালেক, পৃষ্ঠা-১

[2] নামাযের হাকীকত, মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (রহঃ), পৃষ্ঠা : ১৪

[3] তালিমুস-সালাত, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সালাত বা সালাত, পৃষ্ঠা-৯

সালাতের শাব্দিক অর্থ

সালাতের শাব্দিক অর্থ দো'আ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ

"আর তাদের জন্য দো'আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। (সুরা আত-তাওবাহ , আয়াত-১০৩, www.quranmazid.com)।

সালাত (সালাত) ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে দ্বিতীয় রোকন। সালাত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সালাতের উৎপত্তি

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর কখন সালাত পড়ার আদেশ হয় হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ও তার উম্মতদের উপর সালাত পড়ার আদেশ ছিল। হযরত আবু নাসর আল-কুশায়লী (রহঃ) বলেন --- "আল্লাহ্ তা'আলা কোনো যুগকেই শরীয়তমুক্ত রাখেননি। আর কোনো শরীয়ত সালাতমুক্ত ছিল না।" [4] ফলে সকল যুগে সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতগণ তাদের নির্ধারিত নিয়ম-রীতিতে সালাত পড়েছেন। তবে তাদের কারও কারও সালাত আমাদের থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। আমরা যে সালাত আদায় কার সেটা মেরোজের রাতে উম্মতি মোহাম্মদীর উপর আদায় আদেশ হয়।

সালাত বা সালাত হলো কোরআন দ্বারা প্রমাণিত একটি ফরজ ইবাদত। পূর্বে অনেক নবী রাসুলের উপর সালাত ফরজ ছিল, কিন্তু কয় ওয়াক্ত ছিল তা স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় না।[5] একটি হাদিসে আয়েশা (রাঃ) বলেন – শুরুতে সালাত বাড়িতে এবং সফরে দুই রাকাত করে ফরজ ছিল। (সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার-১০৯০)। তবে আমরা বর্তমানে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ি তা আল্লাহ্ তা'আলা মেরাজের রাতে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) উপর ফরজ করেন (সহিহ বুখারী, আয়াত-৩৮৮৭)। আর জুমার সালাত ফরজ হয় প্রথম হিজরীতে।(সুরা জুম'আ, আয়াত-৯; www.quranmazid.com)

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অর্থঃ "যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১০; www.quranmazid.com)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা:) কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেন, "তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরজ করেছেন।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১৪৫৮; www.ihadis.com)

[4] তাফসির কুরতুবী, ১ম খন্ড, সুরা বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

[5] আল কোরআনের আলোকে সালাত, অনুবাদ: শওকত জাওহার, সাদিক মোহাম্মদ আলম, ২০১২

ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পরের রুকন হলো সালাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পরে সালাতের শর্ত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ২৬১৬; www.ihadis.com)

সালাত যে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে বা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর সমকাল থেকে শুরু হয়েছে তা নয়। বরং কুরআন থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীদের সময়ও সালাতের নির্দেশ ও অনুশীলন ছিল।

নবী ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রমুখের সালাতঃ নবী ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক এবং তার পুত্র (অর্থাৎ নাতি) ইয়াকুব, এবং লুত (আঃ) যিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন তারা সকলে নবী ছিলেন এবং তারা মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখান। আল্লাহ বলেন, *আর আমরা তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে; আর আমরা তাদেরকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠিয়েছিলাম...(সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩;* www.quranmazid.com*)*

নবী ইসমাইল (আঃ)-এর সালাতঃ ইসমাইল আলাইহিস সালামের আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। কোরআনের ভাষায়, তিনি (ইসমাইল) তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার রব-এর সন্তোষভাজন। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫; www.quranmazid.com)

নবী মূসা (আঃ)-এর সালাতঃ আমি আল্লাহ্ আমি ছাড়া অন্য কোন হক ইলাহ নেই। অতএব আমারই ইবাদাত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত আদায় করুন। (সুরা ত্বহা, আয়াত: ১৪; www.quranmazid.com)

নবী যাকারিয়া (আঃ)-এর সালাতঃ অতঃপর যখন যাকারিয়্যা ইবাদত কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাকে আহবান করে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন...(সুরা আল ইমরান, আয়াত: ৩৯; www.quranmazid.com)

সূরা রাদ এর বর্ণনা পাওয়া যায় হযরত সুলাইমান (আঃ) এর উম্মত এর ওপর আসরের সালাত ফরজ ছিল। এশার সালাত শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত এর জন্য ।

নবীজির নবুয়্যত লাভের পর থেকে সালাত ফরজ হয়। তখন ফজর ও আসরের সালাতের রাকাত সংখ্যা ছিল দুই রাকাত করে।

ঈসা নবীর জন্ম হয়েছিলো বনী ইসরাইল গোত্রে এবং তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বনী ইসরাইল জাতির কাছে (সুরা আস-সফ, আয়াত: ৬; www.quranmazid.com) আল্লাহর দ্বীন প্রচারে। আল্লাহ তাঁকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়েছেন। বাইবেল ও ইতিহাসসূত্রে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ ঈসা (সালামুন আলাইহি) রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের (সালামুন আলাইহি) কাছে কুরআন নাযিলের প্রায় ৬০০ বছর আগে তাঁর নবুয়াত পূর্ণ করেন। আমরা কুরআনের মাধ্যমে জানতে পারি যে, রসূলুল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছেন, "এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১; www.quranmazid.com)

স্রষ্টায় আত্নসমর্পনকারী মুসলিম হিসেবে পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে আল্লাহর তরফ থেকে বলে মানি এবং রাসুলদের মধ্যে কাউকে বাদ দেই না বা তাদের মধ্যে তারতম্য করি না। আল্লাহ বলেছেন, অতীতে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সবাইকে সালাতের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল [(সুরা বাইয়েনা, আয়াত: ৫; www.quranmazid.com)]।

বনী ইসরাইলের সালাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ...মানুষের সাথে সদালাপ করবে। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে...(সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৩; www.quranmazid.com) সালাত প্রসঙ্গে লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর তোমার উপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর (সুরা লুকমান, আয়াত: ১৭; www.quranmazid.com)।

ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রার্থনা ও সালাতঃ কিভাবে তারা সালাত করবে, এই প্রশ্নের উত্তরে নবী ঈসা আ. যেভাবে সালাত করার নির্দেশনা দেন যা বাইবেলে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যেটিকে এখন অব্দি ঈসার মিল্লাতের অনুসারীরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা হিসেবে সংরক্ষণ করে আসছে। ঈসার মাতৃভাষা ছিল আরামাইক, যা হিব্রু ভাষা থেকেও প্রাচীন। এই সালাতের আয়াতগুলো ইশায়ী পরিভাষায় লর্ডস প্রেয়ার নামে পরিচিত।[6]

[6] আল কুরআনের আলোকে সালাত: শওকত জাওহার, সাদিক মোহাম্মদ আলম, জানুয়ারি, ২০২২

সালাত কার উপর ফরজ/সালাতের শর্তাবলীঃ

সালাত ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন; বরং এটা কালেমায়ে শাহাদাতের পর দ্বিতীয় রুকন। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা ইসলামের মূল খুঁটি। যেমনটি নবী (সাঃ) বলেন,

وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

"ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে সালাত।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৮, www.ihadis.com)
হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাত মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে এই সালাত ফরজ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অর্থঃ "যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩, www.quranmazid.com*)*

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা:) কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেনঃ

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরজ করেছেন।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১৪৫৮; www.ihadis.com)
নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সালাত ফরযঃ মুসলিম, বালেগ, আকেল, নারী বা পুরুষ। তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি শর্ত একই সঙ্গে পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ সালাত ফরজ হবে না।

১। মুসলমান হওয়াঃ কেননা কাফিরের ওপর সালাত ফরজ নয়। অর্থাৎ- কাফের অবস্থায় তার জন্য সালাত আদায় করা আবশ্যক নয়। ইসলাম গ্রহণ করলেও আগের সালাত ক্বাযা

আদায় করতে হবে না। কিন্তু এ কারণে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ বলেন,

اِلَّا مَنۡ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمۡ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا

"তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৭০, www.quranmazid.com)

২। বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াঃ নাবালেগ সন্তানের ওপর সালাত ফরজ নয়। আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ " .

"তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: (১) নিদ্রিত ব্যাক্তি, যতক্ষন না জাগ্রত হয়, (২) অসুস্থ (পাগল) ব্যাক্তি, যতক্ষন না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যতক্ষন না বালেগ হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৪৩৯৮, www.ihadis.com)

যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কোন একটি চিহ্ন প্রকাশ পাবে তাকেই বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হবে। উক্ত চিহ্ন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি আর নারীর ক্ষেত্রে চারটি।

ক) পনর বছর পূর্ণ হওয়া।

খ) উত্তেজনার সাথে নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।

গ) নাভীমূল গজানো। অর্থাৎ- লজ্জাস্থানের আশে-পাশে শক্ত লোম দেখা দেয়া। এ তিনটি চিহ্ন নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে প্রজোয্য।

ঘ) নারীর ক্ষেত্রে চতুর্থ চিহ্নটি হচ্ছে, হায়েয বা ঋতুস্রাব হওয়া। কেননা, তা বালেগ হওয়ার আলামত। ঋতুস্রাব বা নেফাস হলে ছালাত ওয়াজিব নয়। কেননা নবী (সাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

”এ কথা কি ঠিক নয় যে, ঋতু শুরু হলে মেয়েরা সালাত আদায় করে না এবং সওমও পালন করে না। এ হল তাদের দ্বীনেরই ক্রুটি।”(সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: **১৯৫১**, www.ihadis.com)

৩। আকল তথা সুস্থ জ্ঞান থাকাঃ পাগল ও মাতালের ওপর সালাত ফরজ নয়। আকেল বা বুদ্ধিমান হচ্ছে বিবেকহীন পাগলের বিপরীত শব্দ। কোন নারী বা পুরুষ যদি অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তবে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ অবস্থায় বিবেকহীন হওয়ার কারণে তার উপর সালাত ফরজ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর আবশ্যক করেছেন যাবতীয় ইবাদত বাস্তবায়ন করা- যদি তার মধ্যে সে যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে। যেমন সে বিবেক সম্পন্ন হবে। সবকিছু বুঝতে পারবে। কিন্তু যে লোক বিবেকশুণ্য, সে শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ কারণে পাগল, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত। অনুরূপ হচ্ছে আধাপাগল- যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে কিন্তু পুরোপুরি পাগল হয়নি এবং অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞানশুণ্য ব্যক্তির উপরও সালাত-সিয়াম আবশ্যক নয়। কেননা, সে তো স্মৃতি শক্তিহীন মানুষ। সে ঐ শিশুর মত, যার মধ্যে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং সমস্ত বিধি-বিধান তার উপর থেকে রহিত, কোন কিছুই তার উপর আবশ্যক নয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৪৩৯৮, www.ihadis.com)।

সালাত আরবীতে পড়ার কারণ

আহমেদ হুসাইন শরীফ তার "হোয়াই প্রে ইন এরাবিক" (সালাত কেন আরবিতে পড়া হয়?) বইতে আরবিতে সালাত পড়ার পেছনে যে সকল কারণ বলেছেন তা হলঃ[7]

1. আরবি হল একটি গভীর ও বিস্তৃত ভাষা
2. সালাতের জন্য এটি একটি সাধারণ ও সার্বজনীন ভাষা
3. (আরবির মাধ্যমে) ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সংযোগ স্থাপন ।
4. কুরআন হল আল্লাহর সৃজনকর্ম
5. আরবী ছাড়া কুরআনের পূর্নাঙ্গ ও পরিপূর্ণ অনুবাদ করা অসম্ভব
6. কুরআনই একমাত্র (ঐশীভাবে) সংরক্ষিত ওহী
7. কুরআনের নিজস্ব ছন্দ রয়েছে
8. দোয়া এবং সালাতের পার্থক্য হলোঃ দোয়া হল আমন্ত্রণ বা মিনতি, যা ঐচ্ছিক, তাই তা শিথিল এবং তা যে কোন ভাষায় করা যায়, আর সালাত হলো প্রার্থনা, যা বাধ্যতামূলক ও তার নীতিমালা কঠোর, এছাড়া জামাতে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখারও বাধ্যবাধকতা রয়েছে, একারণে সালাত শুধু আরবিতে পড়তে হয়।
9. আরবি সালাত বুঝতে শেখা কঠিন কিছু নয় এবং তা সহজ।

পরিশেষে তিনি বলেন, "এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সালাতের মাধুর্য, মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিকতা মূল আরবীতে সালাত পড়ার উপর নির্ভর করে; এবং যদি অনুবাদে সালাত পড়া হয়, তবে কুরআনের সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বাধ্য; এবং অনূদিত সালাতের ফলে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

---

7 WHY PRAY IN ARABIC, AHMED HUSSEIN SHERIFF, Bilal Muslim Mission of Tanzania.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

সালাত, ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এটি আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন ও আত্মিক শান্তি লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সালাত প্রতিদিন পাঁচটি সময় নির্ধারিত, এবং প্রত্যেক মুসলমানকে তা যথাযথভাবে আদায় করতে হয়। সালাতের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, নিজেদের গুনাহের জন্য মাফ প্রার্থনা করে এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্য সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক স্থানে সালাত কায়েম করার কথা বলেছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বহু হাদিসে সালাতের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

(১) সালাত খারাপ হতে বিরত রাখেঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপছন্দনীয় কাজ সমূহ হতে বিরত রাখে" (www.quranmazid.com, সুরা আনকাবূত, আয়াত: 45)

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্ত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলে, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়।

(২) আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়াঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب۩

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" (www.quranmazid.com, সুরা আলাক, আয়াত: ১৯)।

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহরত অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৪৮২)।

(৩ ইহকালীন ও পরকালীন প্রশান্তি-আরামঃ

আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"জেনে রাখা আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" (www.quranmazid.com, সুরা রা'দ, আয়াত: ২৮)।

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির। সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" (www.quranmazid.com, সুরা ত্বহা, আয়াত: ১৪)।

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ- শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (www.ihadis.com, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নাম্বার: ৩৯৩৯)।

(৪) ইহকাল ও পরকালের কাজে সাহায্যের মাধ্যম এবং সফলতার চাবিকাঠিঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" (www.quranmazid.com, সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৫)।

এ জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমসায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ১৩১৯)। কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের সম্পর্কের মাধ্যম। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হলে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্দ্র অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ

“তবে কে তিনি, যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন...?" (www.quranmazid.com, সুরা নামল, আয়াত: ৬২)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।” (www.quranmazid.com, সুরা আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫)।

(৫) সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযির ব্যবস্থাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ
وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযি চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।" (www.quranmazid.com, সুরা ত্বহা, আয়াত: ১৩২)। ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

(৬) মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনেঃ

দসালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًاۙ

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًاۙ

وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًاۙ

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَۙ

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَۙ

”নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে, যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী, আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া, যারা তাদের সালাতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত।”(www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ১৯-২৩)।

(৭) আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেনঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" (www.quranmazid.com, সুরা তাওবাহ, আয়াত: ১০৮)। আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

হাদিসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

(১) রাসুল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি?... পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৬৫)।

(২) কোন অপরাধী সালাত আরম্ভ করলে তার গুনাহ তার কাঁধে চাঁপিয়ে দেয়া হয় এবং রুকূ-সিজদার সাথে সে গুনাহ ঝরে যায়। সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যখন মুসলমান সালাত আরম্ভ করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে। যতবার সে সিজদা করে ততবার গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে সালাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭৯)*।

(৩) দিবস ও রাত্রির ফেরেশতারা ফজর ও আছরের সালাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফেরেশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? যদিও তিনি সবকিছু অবগত। তখন ফেরেশতারা বলে যে, আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (আছরের) সালাত অবস্থায় এবং ছেড়ে এসেছি (ফজরের) সালাত অবস্থায়'। (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৬৩৩)। কুরআনে ফজরের সালাতকে মাশহূদ' বলা হয়েছে (সুরা ইসরা-৭৮)। অর্থাৎ ঐ সময় ফেরেশতা বদলের কারণে রাতের ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়ে সাক্ষী হয়ে যায়। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৬৩৫)।

(৪) তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যেগুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশু-খুযূ পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলি করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন'। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৭০)

(৫) সালাত ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান স্তম্ভ (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৮) যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না।

(৬) ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। সালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর সালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। (www.ihadis.com, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নাম্বার: ৪৬৫)।

(৭) মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল 'সালাত' ও নারীজাতি সম্পর্কে। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ২৬৯৮)।

(৮) সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন (www.ihadis.com, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ২৬২৫)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৪২৫)

(৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ২৩৩)।

(১০) সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউল বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা। অনুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৫৯৭০)।

তৃতীয় অধ্যায়

সালাতের প্রকার

সালাত হলো মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্বরণ করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡن

'বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম, যারা বিনয়াবনত তাদের সালাতে।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ২-৩, www.quranmazid.com)।

গুরুত্ব বিবেচনায় সালাতকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

১) ফরজঃ ফরজ মানে অবশ্য পালনীয়। ফরজ সালাত অবশ্যই পড়তে হবে। ফরজ সালাত না *পড়লে আল্লাহর হুকুম /আদেশ অমান্য করা হলো। আল্লাহর আদেশ অমান্য করাই বড় ধরনের গুনাহ লেখা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,*

حَافِظُوۡا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الۡوُسۡطٰى وَقُوۡمُوۡا لِلّٰهِ قٰنِتِيۡنَ

"তোমরা সালাত সমূহের প্রতি এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্ন বান হও, এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে একান্ত অনুগত অবস্থায় দাড়াও। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮, www.quranmazid.com)

আল্লাহ আরও বলেন,

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ‌ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ‌ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

"অতঃপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ কে স্মরণ করো, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে তখন পুর্নাঙ্গ) সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের ওপর একটি সময় নির্ধারণ ফরজ। (সুরা নিসা, আয়াত: ১০৩, www.quranmazid.com)

ফরজ সালাত আবার দুই ধরনের

ক) ফরজে আইনঃ যে সালাত প্রত্যেকে মুসলিম নরনারীর উপর আলাদাভাবে ফরজ করা হয়েছে। ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত সালাতগুলো হলোঃ ফজরের সালাত, জোহরের সালাত, আসরের সালাত, মাগরিবের সালাত, এশার সালাত এবং জুমার সালাত।

খ) ফরজে কিফায়াঃ যে সালাত আদায় করা প্রত্যেকে মুসলিম নরনারীর উপর আলাদাভাবে ফরজ নয়। যেমন- জানাজার সালাত।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ". قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ " فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا ".

আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৫২৮, www.ihadis.com)।

২) ওয়াজিবঃ যে সালাতের গুরুত্ব ফরজের পর পরই। যেমন- দুই ঈদে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সালাত, ও এশার পর তিন রাকাত বিতর সালাত। কেউ ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিত না পড়লে গুনাহ হবে।

৩) সুন্নাতঃ ফরজ সালাত ও ওয়াজিব সালাতের পাশাপাশি সুন্নাত সালাতের গুরুত্বও কম নয়। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে সুন্নাত সালাত আদায় করার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাত বলা হয়, ওই আদেশমূলক বিধানকে, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য না হলেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়মিত আমল থেকে তা প্রমাণিত। তাই, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের আগে-পরে ১২ রাকাত সুন্নাত সালাত রয়েছে, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্নাত সালাত দুই ধরনের

ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ যেটা রাসুল (স:) নিয়মিত আদায় করতেন। যেমন- ফজরের ফরজের আগে ২ রাকাত; জোহরের ফরজের আগে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত; মাগরিবের ফরজের পরেই ২ রাকাত; এশার ফরজের পরেই ২ রাকাত এবং তারাবির সালাত।

খ) সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাঃ যেই সালাত রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন না, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে ছেড়েও দিতেন। এ সালাত আদায় করলে অশেষ পুণ্য লাভ করা যায়, কিন্তু কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে গুনাহ হবে না। যেমন- আসরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত এবং এশারের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত।

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত সালাত আদায় করলো, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ সালাতের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফজর সালাতের পূর্বে দুই রাকাত।-(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০; ৪৪৫)

৪. নফলঃ নফল ইবাদতের মধ্যে নফল সালাত আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাতের বাইরেও কিছু নফল সালাত রয়েছে যেমন- তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন। নফল সালাতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ . وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ هَذَا .

'কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সবার আগে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হল সালাত। সালাত ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নইলে (সালাত ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরজ সালাতে কোনও কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল (সালাত) আছে কি না।' অতএব তার নফল সালাত দ্বারা ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ করা হবে।

তারপর অন্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।' (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ৪১৩, www.ihadis.com)।

আর ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সালাত হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

'রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের তাহাজ্জুদের সালাত'। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ২০৩৯, www.ihadis.com)।

সালাতের ওয়াক্ত

ওয়াক্ত শব্দটি 'তাওকীত' থেকে নেওয়া হয়েছে, এর অর্থ নির্ধারিত। ওয়াক্ত হলো সালাত ফরজ হওয়ার কারণ ও সালাত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত আদায় করা ফরজ। কুরআনে এসেছে,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (www.quranmazid.com, সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

নাফে' ইবন আযরাক ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনে পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَوَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

"অতএব, তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। আর অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। (www.quranmazid.com, সুরা রূম, আয়াত: ১৭-১৮)

আল্লাহ তা'য়ালা সুরা হুদ-এ বলেন,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ

"আর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও মাগরিব) সালাত ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে (ইশা অথবা তাহাজ্জুদ) পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (www.quranmazid.com, সুরা হুদ, আয়াত: ১১৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

فَاصۡبِرۡ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوۡعِ الشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوۡبِهَا ۚ وَمِنۡ اٰنَآئِ الَّیۡلِ فَسَبِّحۡ وَاَطۡرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضٰی

"কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা (নিয়মিত) উচ্চারণ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে (আসর) এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে (ইশা ও তাহাজ্জুদ) ও দিনের প্রান্তগুলোয়

(জোহর ও মাগরিব) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (www.quranmazid.com, সুরা ত্বহা, আয়াত: ১৩০)

আল্লাহ তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করার পর হযরত জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী করিম (সাঃ) কে সালাত আদায়ের সময় এবং পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .

"বাইতুল্লাহর নিকট জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) দু'বার আমার সলাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যুহর সলাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে 'আসরের সলাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করলেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে 'ইশা সলাত আদায় করলেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফাজ্‌র সলাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নাবীগণের সলাতের ওয়াক্ত এবং সলাতের ওয়াক্তসমূহ এ দু'সময়ের মাঝখানেই নিহিত। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৩৯৩)।

এছাড়া হাদিসেও সময়মতো সালাত আদায়কে সর্বোত্তম আমল বলে অভিহিত করা হয়েছে। হজরত উম্মু ফারওয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

"সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে (প্রথম ওয়াক্তেই) সলাত আদায় করা"। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৪২৬)

ফজরের ওয়াক্ত

ফজরের সালাতের সময় হল সুবেহ সাদিক হতে শুরু করে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত । হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

"মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না।" (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৫৩৮)

যোহরের ওয়াক্ত

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢোলে যাওয়ার পর হতে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের ছায়া সে জিনিসের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের সময় (মুসলিম) সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢোলে যাওয়ার পর হতে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের ছায়া সে জিনিসের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের সময়। আনাস রাযি আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) গরমকালে দেরি করে যোহর পড়তেন এবং শীতকালে জলদি পড়তেন (নাসায়ী, মেশকাত)।

আসরের ওয়াক্ত

কোন জিনিসের ছায়া সমপরিমাণ হয়ে যাবার পর দ্বিগুণ হতে শুরু করে সূর্য ডোবা পর্যন্ত আসরের সময় (মুসলিম)। রাসুল (সাঃ) বলেন সূর্য যখন হলদে রং হয় এবং শয়তানের শিং এর মাঝখানে এসে যায় তখন মোনাফেকরা আসরের সালাত পড়ে (মুসলিম,মেশকাত)। সূর্যের রং একটু হলদে হয়ে আসার পূর্বে আসরের সালাত পড়া উচিত। বিখ্যাত ইমাম আবু হানিফা থেকে ও এ কথা বর্ণিত যে, আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এর ছায়া হতে।

মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্য ডোবার পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা দূর না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়। (মুসলিম, মেশকাত)। রাফে ইবনে খুদাইজ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সালাত পড়তাম। তারপর আমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে তীর ছুড়লে আমরা সেই তীর পড়ার জায়গাটা দেখতে পেতাম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৬০)।

এশার ওয়াক্ত

রাসুল (সাঃ) বলেন, পশ্চিম আকাশে লাল আভা দুর হওয়ার পর থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত (মুসলিম)। তবে এশার সালাত বিলম্ব করে রাতের এক-তৃতীয়াংশের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

উপর্যুক্ত ৫ টি ফরজ সালাত ছাড়াও এশার সালাতের পরে বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

বিতরের ওয়াক্ত

আর এশার সালাত আদায়ের পরই বিতর সালাতের সময় শুরু হয় এবং ফজর সালাতের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। খারিজাহ ইবনে হুযাফা আল-আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

"মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত সালাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতির। তোমাদের জন্য এ সালাত আদায়ের সময় হচ্ছে 'এশা সালাতের পর হতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ১৪১৮)

শেষ রাতে বিতর পড়াও মুস্তাহাব। মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বিতর কোন সময়ে আদায় করতেন? তিনি বলেন,

كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ .

"রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে-এগুলোর প্রত্যেক সময়েই বিতর আদায় করেছেন। তবে তিনি ইন্তিকালের পূর্বে বিতর সালাত সাহরীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন।" (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ১৪৩৫)।

তাহাজ্জুদ সালাতের ওয়াক্ত

এশার সালাতের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। সুতরাং কারও যদি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুণ এশার সালাতের পড়েই তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে নেয়, তবে সেও সওয়াব পাবে, ইনশাআল্লাহ। তবে তাহাজ্জুদের প্রধান সময় হলো রাতের শেষ প্রহর, অর্থাৎ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে ফজর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ মূহুর্ত পর্যন্তকে বোঝানো হয়েছে। জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرُ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু রাতেই বিতির পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিতির সমাধান করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের সালাতে ফেরেশতারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল।"(www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ১১৮৭)

সালাতের নিষিদ্ধ সময়ঃ

সাহাবি উকবা ইবনে আমের আল জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَو نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَغْرُبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

'রাসূল (সাঃ) আমাদের তিন সময়ে সালাত এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন-
১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়।
২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু, এবং
৩. সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পর থেকে ডোবার আগ পর্যন্ত। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ১০৪০)

সালাতের মাকরুহ সময়

১) ফজরের ফরজ সালাতের আগে সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাত পড়া। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১১৭৩)

২) ফজরের ফরজ সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সব ধরণের নফল সালাত পড়া।

৩) আছরের সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরণের নফল সালাত পড়া।

৪) মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে ফরজ সালাতের পূর্বে সুন্নাত-নফল সালাত পড়া। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ১২৮৪)।

৫) ঈদের সালাতের আগে ঈদগাহে কোনো সালাত পড়া। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৯৬৪)।

৬) আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য জোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া; এবং মুজদালিফায় বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১৬৬২)।

৭) খাবার ছেড়ে সালাতে অংশগ্রহণ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইক্বামাত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবেনা। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৭৪)।

৮) প্রস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলছেন, “সালাতের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবে।” (www.ihadis.com, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ১৪২)

৯) এমন কোনো কারুকার্য খচিত, লেখা ও ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত, রঙ্গিন ও ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করা যা সালাতের খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৩৭৩)।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর উপর দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে ১৭ রাক'আত সালাত আদায় করা ফরজ। ঈমানের পরে মুসলিমের সবচেয়ে বড় করণীয় নিয়মিত সালাত আদায় করা। কুরআনে প্রায় শত স্থানে এবং অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে। কুরআনের আলোকে সালাতই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ
ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ

“মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন। (www.quranmazid.com, সুরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)

অন্যত্র তিনি বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

“সে ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।(www.quranmazid.com, সুরা আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫)।

আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোন ইবাদত করা হলে তা কবুল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো যে, উক্ত ইবাদত রাসুলুল্লাহ এর সুন্নাত বা শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুসারে পালন করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না । কাজেই আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শেখান পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে। তিনি বলেছেন: “আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করবে।” [৪] (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৩১, ৭২৪৬)

[৪] বুখারী (১৪-কিতাবুল আযান, ১৮- বাবুল আযান লিলমুসাফির..) ১/২২৬, নং ৬০৫ (ভারতীয় ১/৮৮)

সালাতের আদায়ের পদ্ধতি

১. ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম করে পবিত্র হয়ে, পবিত্র কাপড় পরে সতর আবৃত করে, বিনম্র ও শান্ত মনে কিবলামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ানো ।

পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরজ। সালাতের মধ্যে এ অংশটুকু আবৃত করে রাখা ফরজ। কেউ দেখুক বা না দেখুক শরীরের এ অংশের মধ্যে কোন স্থান অনাবৃত হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাপড় একদম না থাকলে উলঙ্গ অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে। এছাড়া কাঁধ ও শরীরের উপরিভাগ আবৃত করা সুন্নাত। মুমিনের উচিত মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) পছন্দনীয়, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা।

মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বাদে মাথার চুলসহ মাথা ও পুরো শরীর আবৃত করা ফরজ। সালাতের মধ্যে যদি কোন মহিলার কান, চুল, মাথা, গলা, কাঁধ, পেট, পায়ের নলা ইত্যাদি পূর্ণ বা আংশিক অনাবৃত হয়ে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শাড়ী মুসলিম মহিলার জন্য অসুবিধাজনক পোশাক। ঢিলেঢালা পুরো হাতা সেলোয়ার-কামিজ বা ম্যাক্সি মুসলিম মহিলার জন্য উত্তম ও আদর্শ পোশাক ।সর্বাবস্থায় সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত বড় চাদর দিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করে সালাত আদায় করতে হবে। মাথার চুল, কান, গলা ইত্যাদি ভালভাবে আবৃত রাখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

২. সামনে সুতরা বা আড়াল রাখা। দেয়াল, খুঁটি, পিলার বা যে কোন কিছুকে সামনে আড়াল হিসেবে রাখুন। না হলে অন্তত একহাত বা আধাহাত লম্বা সরু কোন লাঠি, কাঠ ইত্যাদি সামনে রাখলেও সুতরার সুন্নাত আদায় হবে। যথাসম্ভব সুতরার কাছে দাঁড়াতে হবে, যেন সাজদা করলে সুতরার নিকটে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুতরার তিনহাতের মধ্যে দাঁড়াতেন ।

রাসুলুল্লাহ বলেন: “যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন সামনে আড়াল রাখবে এবং আড়ালের কাছাকাছি দাঁড়াবে” , “আড়াল বা সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করবে না, আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে (সুতরার ভিতর দিয়ে) যেতে দিবে না। যদি সে জোর করে

তাহলে তার সাথে মারামারি করবে (শক্তভাবে বাধা দিবে), কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে।[9]

ইসলামের প্রথম যুগে সুতরার এত গুরুত্ব প্রদান করা হতো যে, প্রয়োজনে মাথার টুপি খুলে সুতরা বানিয়ে সালাত আদায় করা হতো। ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ * অনেক সময় সালাত আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতেন।[10] প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (১৯৮হি:) বলেন, "আমি শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী নামিরকে (১৪০হি:) দেখলাম, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে আসরের সময় হলে আমাদেরকে নিয়ে জামাতে আসরের সালাত আদায় করেন। তখন তিনি তাঁর টুপিটি তার সামনে রেখে (টুপিটিকে সুতরা বানিয়ে) সালাত আদায় করলেন।[11]

৩. মনে মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য সালাত আদায়ের নিয়ত করা । মুখে নাওয়াইতুআন.. ইত্যাদি বলা সুন্নাতের খেলাফ।

৪. তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠানো। এসময়ে হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে সোজা থাকবে । একেবারে মিলিত থাকবে না, আবার বিচ্ছিন্নও থাকবে না। হাতের তালু কিবলার দিকে থাকবে ।

৫. বাঁ হাতের পিঠ, কব্জি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখা, অথবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরা। এভাবে হাতদুইটি নাভী বা পেটের উপরে রাখা।

৬. সালাতের মধ্যে সবিনয়ে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত না করা, উপরের দিকে না তাকানো। হাদীসে বলা হয়েছে, "যারা সালাত রত অবস্থায় উপর দিকে তাকায়, তাদের অবশ্যই তা থেকে বিরত হতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।[12]

৭. তাকবীরে তাহরীমার পরে সানা বা শুরুর দুআ পাঠ করা।

৮. এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলা:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ / أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِه

---

[9] আবূ দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাবুদ্ দুনগুয়ি মিনাস সুতরাতি) ১/১৮২-১৮৩, নং ৬৯৭-৬৯৮ ১/১০১); ইবন মাজাহ (৫-কিতাব ইকামাতিস সালাত, ৩৯-বাব ইদরা মাসতাতা তা) ১/৩০৬-৩০৭, নং ৯৫৪-৯৫৫ (ভা ১/৬৭); সহীহ ইবন খুযাইমা ২/৯, ১৭, ২৬-২৭; সহীহ ইবন হিব্বান ৬/১২৬।

[10] সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর ২/৩৯৪, নং ৭১৬৮, মুনাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৩৬৭, আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ: ৬৬৫, নং ৪৬১৯।

[11] 'আবূ দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাবুল খাত্তি ইযা লাম ইয়াজিদ আসা) ১/১৮১, নং ৬৯১ (ভা. ১/১০০)

[12] বুখারী (১৬-কিতাবু সিফাতিস সালাত, ১০-বাব রাফয়িল বাসার) ১/২৬১, নং ৭১৭ (ভা.১/১০৩-১০৪)

(আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম) আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথবা বলুন: "আউযু বিল্লা-হিস সামীয়িল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম, মিন হাম্‌যহী, ওয়া নাখিহী ওয়া নাসিহী: 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার প্রবঞ্চনা, জ্ঞান নষ্টকারী ও অহংকার সৃষ্টিকারী প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতের 'সানা' পাঠের পর বলতেন: "আ 'ঊযু ...মিন হাম্‌যহী, ওয়া নাস্থিহী ওয়া নাসিহী।[13]

৯. এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলা: "বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম।" অর্থাৎ (পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।)

১০. এরপর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রার্থনার আবেগে প্রতিটি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। সূরা ফাতিহা পাঠ করা সালাতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় । তবে যদি কেহ সূরা ফাতিহা না জানে, তাহলে তা শিখতে থাকবে। যতদিন শেখা না হবে ততদিন সূরা পাঠের পরিবর্তে তাসবীহ তাহলীল করবে। বলবে: (সুবহা-নাল্লা-হ), (আলহামদু লিল্লাহ), (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ), আল্লা-হু আকবার), (লা- 'হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ)।[14]

১১. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে "আমীন" বলা। "আমীন" শব্দের অর্থ "হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।" এরপর কুরআনের অন্য কোন সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করা। তিলাওয়াত শেষে সামান্য একটু থেমে এরপর "আল্লাহ আকবার" বলে রুকু করা। রুকু অবস্থায় দুই হাত দুই হাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখা, হাতের আঙুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরা। দুই বাহুকে ও দু'হাতের কুনুইকে ও দেহ থেকে সরিয়ে রাখা। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিয়ে, পিঠ কোমর ও মাথা এমন ভাবে সোজা ও সমান্তরাল থাকবে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এ ভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে। রুকুর তাসবীহ পাঠ করা।

১২. রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও কয়েক মহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা। রুকু ও সাজদা থেকে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা থাকা সালাতের অন্যতম ওয়াজিব। রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মাসনূন যিকরগুলো পালন করা।

---

[13] তিরমিযী (আবওয়াবুস সালাত, বাব মা ইয়াকূলু ইনদা ইফতিতাহ..) ২/১০, (ভা ১/৫৭)

[14] ইবন খুযাইমাহ ১/২৭৩, ৩৬৮, সুনানুন নাসাঈ (ইফতিতাহ, ৩২-মা ইউজযিউ..) ২/৪৮১ (ভা. ১/১০৭)

১৩. এরপর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে শান্তভাবে সাজদা করা। সাজদা করার সময় প্রথম দু হাঁটু এরপর দু হাত অথবা প্রথম দু হাত এরপর দু হাঁটু মাটিতে রাখা- উভয় প্রকার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাজদা অবস্থায় দু পা, দু হাঁটু, দু হাত, কপাল ও নাক মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। দু হাতের আঙুল মিলিত অবস্থায় সোজা কিবলামুখি থাকবে। দু হাতের পাতা দু কানের নীচে অথবা দু কাঁধের নীচে থাকবে। দু হাতের বাজু ও কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে এবং কোমর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাজদার সময়ে নাক মাটি থেকে উঠবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: "যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে, ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে, অনথ্যায় সালাত শুদ্ধ হবে না।" [15]

সাজদার সময় পায়ের আঙুল কিবলামুখি থাকবে। অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় যেমম দু পায়ের মাঝে ৪ আঙুল বা এক বিঘত ফাঁক থাকে সাজদার সময়েও একইভাবে পদদ্বয় পৃথক থাকবে। অন্যন্য ফকীহ বলেছেন, সাজদার সময় দুপায়ের গোড়ালি একত্রিত থাকবে। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন আবিদীন শামী রুকুর নিয়ম প্রসঙ্গে বলেন :

ويسن أن يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا

"সুন্নাত হলো মুসাল্লী তার পায়ের গোড়ালিদুটি একত্রিত করে রাখবে। সাইয়েদ আবুস সাউদ বলেন: সাজদার মধ্যেও এভাবে পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত রাখা সুন্নাত।[16]

এ মতটি সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদ আদায় করছিলেন। আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম,

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقِبيه مُسْتَقبلاً بأَطْرَاف أصابعه القِبْلَةَ

আমি স্পর্শ করে দেখলাম তিনি সাজদায় রত, তাঁর পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত করে পায়ের আঙুলগুলির প্রান্ত কিবলামুখি করে রেখেছেন।[17]

১৪. সাজদায় স্থির ও শান্ত হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ সাজদা করবে এবং সাজদায় এমন ভাবে শান্ত হবে যেন তোমার সকল অস্থি ও জোড় শান্ত ও শিথিল হয়ে যায়।" [18] তিনি বলেন, "দৃঢ়ভাবে কপাল, নাক ও দুই হাত মাটিতে রেখে সাজদায় স্থির থাকবে, যেন

---

[15] সুনানুদ দারাকুতনী ১/৩৪৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২২/১০৫।

[16] ইবন আবিদীন শামী, হাশিয়াত ইবন আবিদীন (রাদ্দুল মুহতার) ১/৪৯৩, ১/৫০৪ ।

[17] ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩২৮ (নং ৬৫৪); হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৫২। হাদীসটি সহীহ।

[18] আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাব.. লা ইউকীমু সুলবাহ) ১/২২৪-২২৫, নং ৮৫৭ (ভারতীয় ১/১২৪); মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬৮ ।

তোমার দেহের সকল অস্থি নিজ নিজ স্থানে থাকে।” [19] এ অবস্থায় সাজদার তাসবীহ পাঠ এবং দোয়া করা ।

১৫.“আল্লাহ আকবার” বলতে বলতে সাজদা থেকে উঠে বসা এবং সম্পুর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অস্থি নিজনিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সালাত শুদ্ধ হতে হলে দু সাজদার মাঝে অবশ্যই স্থির হয়ে বসতে হবে।[20] রাসূলুল্লাহ যতক্ষণ রুকু এবং সাজদায় থাকতেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু সাজদার মাঝে বসে প্রায় তত সময় কাটাতেন।[21]

১৬. এ সময়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখি করে পা সোজা রাখতে হবে। দু হাত দু উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখি থাকবে। এ সময়ে মাসনূন যিকর পাঠ করা ।

১৭. এরপর “আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয়বার সাজদা করতে হবে। দ্বিতীয় সাজদাতে প্রথম সাজদার মত শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত যিকর ও দুআ পাঠ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে রুকু, সাজদা, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ও দুই সাজদার মাঝে বসে শান্ত হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা সালাতের জন্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ এবং এতে অবহেলা করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কষ্ট করে সালাত পড়েও তা যদি নবীজির (সাঃ) শিক্ষার বিরোধিতার কারণে আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে মুসাল্লী পুরোপুরি শান্তভাবে রুকু সাজদা আদায় করে না, তার সালাতের দিকে আল্লাহ তাকান না।[22] তিনি এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি অপূর্ণভাবে রুকু সাজদা করতে দেখে বলেন : “যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে মুহম্মদের (সাঃ) ধর্মের উপর তার মৃত্যু হবে না ।

কাক যেমন রক্তে ঠোকর দেয় তেমনি এরা সালাতে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রুকু করে না এবং ঠুকরে ঠুকরে সাজদা করে তার অবস্থা হলো সে ব্যক্তির মত যে

---

[19] সহীহ ইবন খুষাইমা ১/৩২২।

[20] আবূ দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাব.. মান না ইউকীমু সুলবাহু) ১/২২৪-২২৭ (ভারতীয় ১/১২৪); মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬৮, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩২২।

[21] বুখারী (১৬-কিতাব সিফাতিস সালাত, ৩৯-বাব হাদি ইতমামির রুকু) ১/২৭৩ (ভারতীয় ১/১০৯); মুসলিম (৪-কিতাবুস সালাত, ৩৮-বাব ই'তিদাল আরকান..) ১/৩৪৩ (ভারতীয় ১/১৮৯)।

[22] মুসনাদ আহমদ ৪/২২, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৮/৩৩৮।

অত্যাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বা দু'টি খেজুর খেল, যাতে তার কোন রকম ক্ষুধা মিটল না।[23]

তিনি বলেন, "সবচেয়ে খারাপ চোর যে নিজের সালাত চুরি করে।" সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, নিজের সালাত কিভাবে চুরি করে?" তিনি বলেন, "সালাতের রুকু ও সাজদা পুরোপুরি আদায় করে না।" [24]

তিনি একদিন সালাত আদায় করতে করতে লক্ষ্য করেন যে একব্যক্তি রুকু ও সাজদা করার সময় স্থির হচ্ছে না। তিনি সালাত শেষে বলেন, "হে মুসলিমগণ, যে ব্যক্তি রুকুতে এবং সাজদায় পুরোপুরি স্থির ও শান্ত না হবে, তার সালাত আদায় হবে না।" [25]

১৮. এরপর "আল্লাহ আকবার" বলতে বলতে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে। সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় পরিপূর্ণ আদব ও ভক্তির সাথে শান্তভাবে প্রথমে দুই হাত, তারপর দুই হাঁটু মাটি থেকে উপরে উঠাতে হবে। উপরের নিয়মে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করতে হবে।

১৯. দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে তাশাহহুদের জন্য বসতে হবে। দুই সাজদার মাঝে মাঝে যেভাবে বসতে হয়, সেভাবে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙুলগুলো কিবলামুখি করে বসতে হবে। বাম হাত স্বাভাবিকভাবে বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে। ডান হাত ডান উরুর উপর থাকবে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি করে শাহাদাত আঙ্গুলী বা তর্জনী দিয়ে তাশাহহুদ ও দোয়ার সময় কিবলার দিকে ইঙ্গিত করা সুন্নাত। চোখের দৃষ্টি ইঙ্গিত রত তর্জনীর দিকে থাকবে । দু রাকআত সালাত হলে তাশাহ্হুদের পর দরুদ ও দুআ পাঠ করতে হবে। তিন বা চার রাকআত সালাত হলে তাশাহ্হুদ পড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ পাঠ করতে হবে।

২০. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" ।

২১. সালামের সাথে সাথে সালাত শেষ হয়ে যায়। সালামের পরে সালাতের আর কোন কর্ম- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই বাকী থাকে না।

---

[23] সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩২; মুসনাদু আবী ইয়ালা ১৩/১৪০, ৩৩৩; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৪/১১৫, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২১।

[24] মুসনাদ আহমদ ৩/৫৬, ৫/৩১০; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩১; সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/২০৯; মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৫৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২০।

[25] ইবন মাজাহ (৫-কিতাব ইকামাতিস সালাত, ১৬-বাবুর রুকু..) ১/২৮২ (ভারতীয় ১/৬২), তিরমিযী (আবওয়াবুস সালাত, বাব.. লা ইউকীমু সুলবাহু) ২/৫১-৫২, নং ২৬৫ (ভারতীয় ১/৬১)।

সালাত কবুলের শর্ত

সালাত কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে দুটি- এক. সালাত শুধু আল্লাহর জন্য হতে হবে। এর মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে হবে। এটি না থাকলে ইবাদত শিরক হয়ে যাবে। দুই. সালাত নবী (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে। মনগড়া নিয়ম অনুযায়ী সালাত আদায় করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই সালাত তথা সমস্ত ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত।

সালাতের আহকাম ও আরকানসমূহ

সালাতের কিছু বিধান রয়েছে, যেগুলো সালাতের আহকাম ও আরকান। এগুলো সালাতে অবশ্যই থাকতে হবে। নিচে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলোঃ

সালাতের ফরজ

সালাত আদায় করার জন্য কতিপয় কাজ অবশ্য করণীয় ও পালনীয়। এদের কতিপয় কাজ সালাত আরম্ভ করার পূর্বে এবং কতিপয় কাজ সালাতের মধ্যে পালন করতে হয়। এগুলো হল সালাতের ফরজ। সালাতের বাইরে এবং ভেতরে মোট ফরজ ১৪টি। এগুলোর যে কোন একটি ছুটে গেলে সালাত হবে না। এর মধ্যে ৭টি সালাত শুরুর আগে সম্পন্ন করা ফরজ। এগুলোকে সালাতের শর্ত বলে। আর ৭টি সালাতের ভেতরে পালন করা ফরজ। এগুলোকে সালাতের আরকান বলে।

ক) সালাতের আহকাম বা শর্তসমূহঃ

সালাতের বাইরে যেসব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে শর্ত বলে । এ শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

১. যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র করাঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন-

وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا

“তোমরা যদি অপবিত্র হও, তাহলে পাক-পবিত্র হয়ে যাও।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬)।

অযুর দরকার হলে অযু বা তায়াম্মুম করতে হবে, আর গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

২. পরিধেয় পোশাক পবিত্র করাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“তুমি পোশাক পবিত্র কর।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪) সালাতের সময় পরনে যা কিছু থাকবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নচেৎ সালাত শুদ্ধ হবে না। যেমন: জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, সিরওয়ানী, মোজা, লুঙ্গি, শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ ইত্যাদি।

৩. সালাতের জায়গা পাক পবিত্র হওয়াঃ সালাত আদায়কারীর দু'পায়ের, দু'হাঁটুর, দু'হাতের ও সিজদার স্থান পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

৪. সতর (নির্দিষ্ট অঙ্গকে সতর বলা হয়) ঢেকে রাখাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

“হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩১)

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, দুই পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ, সতর, এ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা আবশ্যক।

৫. সালাতের সময় হওয়া অর্থাৎ নির্ধারিত সময় সালাত পড়াঃ কুরআনে এসেছে,

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتا

“নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য।” (www.quranmazid.com, সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)।

৬. কিবলা তথা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করাঃ এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“তোমরা (সালাতের সময়) কাবার দিকে মুখ করবে।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫০)।

কোন কারণ ব্যতীত কা'বা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

৭. নিয়্যাত করাঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।” (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১)। তাই যে সালাত আদায় করা হয়, তার জন্য মনে মনে নিয়্যাত করা আবশ্যক। ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলেও অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে। (হিদায়া-পৃ. ৯২-৯৮)

খ) সালাতের আরকান বা শর্তসমূহঃ

সালাতের ভেতরে যে সব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে আরকান বলে। সালাতের ভেতরে ৭টি কাজ ফরজঃ

১. তাকবীরে তাহরীমা বলাঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দ দ্বারা সালাত আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করা ওয়াজিব। এ তাকবীরের মাধ্যমে সালাতের বাইরের সব ধরনের কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায় বলে একে ‘তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়। কুরআন মজীদে এসেছে-

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

“তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-মুদ্দাস্সির, আয়াত: ৩)

২. কিয়াম করাঃ অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। কুরআনে এসেছে-

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (www.quranmazid.com, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮)।

ফরজ ও ওয়াজিব সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। কোন সমস্যা থাকলে যেভাবে সালাত আদায় করা সম্ভব, সেভাবে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

৩. কিরাআত পড়াঃ আল্লাহ্ বলেন-

عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

“... তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু পড়...।” (www.quranmazid.com, সূরা মুযাযাম্মিল, আয়াত:২০)।

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ সালাতের দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সালাতের সব রাকাআতে কিরাআত পড়া ফরজ ।

৪. রুকু করাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

“তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)।

প্রত্যেক রাকাআতে একবার করে রুকু করা ফরজ। রুকু করার নিয়ম হচ্ছে, দাঁড়ানো থেকে এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রুকুর সময় পিঠ সমান্তরাল রাখতে হয়। নবী করীম (স) এভাবেই রুকু করতেন। কোন সমস্যায় বসে সালাত আদায়ের সময় এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন কপাল হাঁটু বরাবর গিয়ে পৌঁছে।

৫. সিজদা করাঃ প্রতি রাকাআতে দু'টি করে সিজদা করা ফরজ। কুরআন মজীদে এসেছে-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর।” (www.quranmazid.com, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৭)

৬. শেষ বৈঠকে বসাঃ সালাতের শেষ রাকাআতের সিজদার পর ‘তাশাহহুদ' পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় বসা ফরজ।

৭. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করাঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দুআ মাসুরা পড়ার পর সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা ফরজ।

সালাতের ওয়াজিব

ওয়াজিব শব্দের অর্থ আবশ্যক। সালাতের যেসব বিধান পালন করা আবশ্যক, তবে ফরজের নিচের স্তরে, সেগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় ওয়াজিব বলা হয়। ওয়াজিব কাজ বলতে ওই সব কাজকে বুঝায়, যার কোনো একটিও ছুটে গেলে সালাত ভেঙ্গে যাবে না, তবে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হয়। তাই সালাতের ওয়াজিবগুলো যথাযথ আদায় না করলে সালাত হবে না। সালাতের ওয়াজিবের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিচে ওয়াজিবের তালিকা দেয়া হলোঃ

১. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া। (বুখারি: ৭৫৬)

২. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা। (বুখারি: ৭৭৬)।

৩. ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা। (বুখারি: ৭৭৬)

৪. সুরা ফাতিহা অন্য সুরার আগে পড়া। (বুখারি: ৭৪৩)

৫. সালাতের সব রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। (বুখারি: ৭৯৩)

৬. প্রথম বৈঠক করা। তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের দুই রাকাতের পর বসা। (বুখারি: ৮২৮)।

৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া। (বুখারি: ৮৩০-৮৩১)

৮. প্রতি রাকাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। (বুখারি: ৬২৫১)

৯. ফরজ ও ওয়াজিবগুলো নিজ নিজ স্থানে আদায় করা। যেমন দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার পরপর করা। (বুখারি: ৬২৫১)

১০. বিতর সালাতে তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কোনো দোয়া পড়া। অবশ্য দোয়া কুনুত পড়লে ওয়াজিবের সঙ্গে সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে। (বুখারি: ১০০২)

১১. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা। (আবু দাউদ: ১১৫৩)

১২. দুই ঈদের সালাতে দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলার পর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবির বলা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৫৭০৭)

১৩. ইমামের জন্য জোহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নত ও নফল সালাতে কিরাত আস্তে পড়া। আর ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা, দুই ঈদ, তারাবিহ ও রমজান মাসের বিতর সালাতে কিরাত শব্দ করে পড়া। (সুনানে আন-নাসায়ী: ৯৭০)

১৪. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৭৮৩)।

সালাতের সুন্নাতঃ

ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতিরেকে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, যা সালাতের মধ্যে মহানবী (সাঃ) নিজে করতেন, কখনও করতে বলতেন, বা কখনও সাহাবীগণ করতেন তাই সুন্নাত বলে বিবেচিত। এই সুন্নাত কোন কিছু জেনে, না জেনে বা ভুলে ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে না, তবে সাওয়াব কমে যাবে। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (স.) ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসহ সালাত আদায় করতেন। নিম্নে সালাতের সুন্নাত সমূহের একটি বিবরণ দেওয়া হলো:

১. দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো: (তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় এবং আত্তাহিয়্যাতুর প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।) (বুখারী: ৬৯৯ ইফা.)।

২. বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখা। (ইবনে খুযাইমা: ৪৭৯)

৩. দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা। (বায়হাকী ২/২৮৩)

৪. ছানা পড়া। (বুখারী: ৭০৮ ইফা; ৭০০ আধু.)

৫. 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়া।(আবু দাউদ: ৭৭৫)

৬. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া। (আহমদ: ৩/২৬৪)

৭. সূরা ফাতিহা পড়ার পর 'আমীন' বলা। (বুখারী: ৭৪৪ ইফা.; ৭৩৬ আধু.)

৮. যাহেরী সালাতে (অর্থাৎ ফজর, মাগরিব, ইশা) সূরা আওয়াজ করে পড়া। (বুখারী: ৭২৯ ইফা; ৭২১ আধু.)

৯. চুপি চুপি সালাতে (অর্থাৎ যোহর ও আসর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে) চুপে চুপে কিরাআত পড়া। (বুখারী: ৭২৫ ইফা; ৭১৭ আধু.)।

১০. কিরাআত পাঠ শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ক্ষণিকের জন্য একটু চুপ থাকা। (আবু দাউদ: ৭৭৮)।

১১. রুকুর সময় হাঁটুতে দু' হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে হাঁটুকে শক্ত করে ধরে রাখা। (আবু দাউদঃ ৭৩১; বুখারী: ৭৯০ ইফা.)।

১২. রুকুতে পিঠ মাটির সমান্তরালে এমনভাবে সোজা রাখা, যাতে সেখানে পানি রাখলে তা সমান উচ্চতায় স্থির থাকে। (আবু দাউদ: ৮৫৯, ইবনে মাজাহ: ৮৭২)

১৩. রুকুতে উভয় হাত দুই পাজর থেকে ফাকা করে দূরে রাখা। (আবু দাউদঃ ৭৩৪)

১৪. রুকু ও সিজদায় তিনবার তাসবীহ পড়া (বেজোড় সংখ্যা উত্তম, জোড় হলেও সমস্যা নেই)। (মুসলিম: ৭৭২)।

১৫. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে একাধিকবার মাগফিরাত চাওয়া । রাসূলুল্লাহ (স.) দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে পড়তেন 'রাব্বিগ ফিরুলী', 'রাব্বি ফিলী'.... (আবু দাউদ: ৮৭৪)

১৬. রাব্বানা লাকাল হাম্দ ' বলার পর এ দু'আটি পড়া: *হামদান কাসিরান তুইয়েবান মোবারাতান ফিহি*

১৭. সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখা এবং উঠার সময় বিপরীতে আগে হাঁটু ও পরে হাত উঠানো। (আবু দাউদ: ৮৪০)।

১৮. সিজদার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো জমিয়ে (মিশিয়ে) রাখা। (হাকেম: ১/২২৪)

১৯. সিজদায় পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর ফাঁকা করে রাখা। (আবু দাউদ: ৭৩০)

২০. সিজদারত অবস্থায় পায়ের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা। (বুখারী: ৭৯০ ইফা.; ৭৮২ আধুনিক)।

২১. দুই বাহু বক্ষদেশ থেকে ফাঁকা করে রাখা, অর্থাৎ বুকের সাথে বাহু মিশিয়ে না রাখা । (বুখারী: ৭৭০ ইফা.; ৭৬২)

২২. পেট থেকে দুই উরুকে ফাঁকা করে রাখা এবং উরুদ্বয় দুই রান থেকে ফাঁকা করে রাখা। (আবু দাউদঃ ৭৩৫)।

২৩. সিজদায় দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর রাখা এবং এ দু হাতের মধ্যবর্তী স্থানে সিজদা করা। (আবু দাউদঃ ৭৩৪; তিরমিযী ২৭০, নাসাঈ ৮৮৯)

২৪. সিজদার সময় দুই পায়ের মধ্যখানে ফাক না রেখে একত্রে মিশিয়ে পা দুটি খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৮৬)।

২৫. সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করা। (মুসলিম: ৪৮২)

২৬. আত্তাহিয়্যাতু-এর প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখা। (মুসলিম: ৪৯৮)।

২৭. তাশাহহুদের বৈঠকে দুই হাত দুই উরুর উপর অথবা দুই হাঁটুর উপর রাখা।

(মুসলিম: ৫৭৯)

২৮. তাশাহহুদের বৈঠকে এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বাহু দু'টি উরুর সাথে মিশিয়ে রাখা অর্থাৎ বাহু ও উরুর মাঝে কোন ফাঁকা না রাখা। (নাসাঈ: ১২৬৪)।

২৯. বৈঠকে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুল দুটি গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধা ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে গোলাকার করে ধরে শাহাদাত অঙ্গুলি কাবামুখী করে ইশারা করা। (ইবনে মাজাহ: ৯১২)

৩০. দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআত এর জন্য সিজদা থেকে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে 'ইস্তিরাহার বৈঠক করা। (বুখারী: ৭৮৫ ইফা; ৭৭৭ আধু.)।

৩১. সালাতের প্রথম বৈঠকে 'ইফতিরাশ করা এবং শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররূক' করা। অর্থাৎ, যে সালাতে মাত্র একবার তাশাহহুদ পড়া হয় সে বৈঠকে 'ইফতিরাশ করা, আর যে সালাতে দুই বার তাশাহহুদ পড়া হয় এমন সালাতের শেষ বৈঠকে তাওয়াররূক' করা।

৩২. বসা অবস্থায় দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি অতিক্রম না করা। (নাসাঈ: ১২৭৫, ১৬৬০)

৩৩. আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষে দু'আ করা এবং চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া: (ক. কবরের আযাব, খ. আগুনের আযাব, গ. জীবনমৃত্যুর ফেতনা, ঘ. দাজ্জালের ফেতনা) (বুখারী: ১৩৭৭]।

৩৪. সালাম দেয়ার সময় ডানে ও বামে মুখ ফেরানো। (মুসলিম: ৫৮২, ৪৩১)

সালাতের খুশু-খুজু

খুশু-খুজু দুটিই আরবি শব্দ। আভিধানিকভাবে দুটির অর্থে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়টার দ্বারা বিনয়-নম্রতা, স্থিরতা, একাগ্রতা, মনোযোগিতা–এসব অর্থই বোঝানো হয়। সালাতে খুশু-খুজু অবলম্বন করা একজন মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ

الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ ۙ

“অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।’ (www.quranmazid.com, সুরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)

খুশু-খুজু সালাতের প্রাণ। যার সালাতে যত বেশি খুশু-খুজু পাওয়া যাবে তার সালাত তত বেশি প্রাণবন্ত ও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে। পক্ষান্তরে, যে সালাত পড়ে, কিন্তু তার সালাতে খুশু-খুজু বলতে কিছুই থাকে না, তার সালাত রূপসর্বস্ব কিছু কার্যকলাপ মাত্র। পার্থিব দায়মুক্তি ছাড়া যে সালাত তার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনতে পারে না।

সালাতে খুশু-খুজুর ফজিলত ও উপকারিতা

কোরআন ও হাদিসে সালাতের যত ফজিলত, প্রভাব ও উপকারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে সবই এই খুশু-খুজুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। খুশুর ফজিলত সম্পর্কে এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সালাতের সময় হলে সুন্দরভাবে অজু করে এবং একাগ্রতার সঙ্গে সুন্দরভাবে রুকু-সিজদা করে সালাত আদায় করে, তার এ সালাত আগের সব গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এই সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য" (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ২২৮)।

সালাতে খুশু তখন হাসিল হয়, যখন তার অন্তর সালাতের জন্য অবসর হয়। অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল সালাত নিয়েই ব্যস্ত হয় এবং সব কিছুর উপর কেবল সালাতকেই প্রাধান্য দেয়। তখন সালাত তার জন্য শান্তি হয় এবং সালাত তার চোখের শীতলতা আনয়নকারী হয়। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার চোখের প্রশান্তি দেওয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে।" [তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৪৫৬; মুসনাদে আহমদ ৩/১২৮, সহীহুল জামে- ৩১24]।

আল্লাহ তাআলা তাঁর উত্তম বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনায় সালাতে খুশু অবলম্বনকারী পুরুষ ও নারীদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি জানিয়ে দেন যে,

اِنَّ الۡمُسۡلِمِیۡنَ وَ الۡمُسۡلِمٰتِ وَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الۡخٰشِعِیۡنَ وَ الۡخٰشِعٰتِ وَ الۡمُتَصَدِّقِیۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیۡنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الۡحٰفِظِیۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ الۡحٰفِظٰتِ وَ الذّٰکِرِیۡنَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا وَّ الذّٰکِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِیۡمًا

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী ------ তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।(www.quranmazid.com, সুরা আহযাব, আয়াত: ৩৫)

অর্থাৎ সালাতের কষ্ট অনেক ভারী, তবে যারা খুশু অবলম্বন করে, তাদের জন্য তা কষ্টকর কিংবা কঠিন নয়। তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/১২৫]

এক. সালাতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখাঃ
যেমন হাত, পা এবং শরীরকে সালাতের বাইরের কোনো কাজে ব্যবহার না করা। অনর্থক নড়াচড়া থেকে বিরত থাকা। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সাতটি (অঙ্গের) উপর সিজদা করে এবং সালাতে চুল বা কাপড় না গুটায়। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৮৮৬)।
নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে, বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন মনে হত একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৭৩২২)

দুই. সালাতে এদিক সেদিক না তাকানোঃ
সালাতরত অবস্থায় যখন যেখানে দৃষ্টি রাখা নিয়ম সেখানে দৃষ্টি রাখাও বাহ্যিক খুশু-খুযুর অন্তর্ভুক্ত। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকানোর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? জবাবে তিনি বলেছেন, ”এটা হল শয়তানের ছোঁ মারা, যা দ্বারা শয়তান আল্লাহর বান্দাদেরকে সালাত থেকে গাফেল ও উদাসীন করে ফেলে”। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৭৫১)।
বিশিষ্ট সাহাবী আবু যর রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতের সময় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ (রহমতের) দৃষ্টি রাখেন যতক্ষণ নামাযী অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্য দিকে চেহারা ফেরায় তখন আল্লাহ তাআলা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

তিন. সালাতে মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করাঃ
ক) এমন মনোভাব নিয়ে সালাত আদায় করা যে, এটিই তার জীবনের শেষ সালাত। বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বীনের কিছু কথা বলে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন

সালাত পড় তখন জীবনের শেষ সালাত আদায়কারীর মতো সালাত পড়। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৪১৭১)।

খ) পুরো সালাত এ অনুভূতি নিয়ে আদায় করা যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন, আমি তার সামনে দন্ডায়মান। প্রসিদ্ধ হাদীসে-জিবরীলে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর তুমি যদি আল্লাহকে না-ও দেখ তবে আল্লাহ তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৫০)

গ) সাথে সাথে এ খেয়াল করবে যে, আমি আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি এবং তাঁর সাথে কথা বলছি। কেননা সালাত হল আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে কথোপকথন করা। সহীহ বুখারীতে এসেছে, সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলে; যতক্ষণ সে তার সালাতের জায়গায় থাকে"। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৪১৬)।

চার. সালাতের কিরাত ও আযকারের দিকে মনোযোগ রাখা।

(ক) জামাতে সালাত আদায়ের সময় ইমামের কিরাত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা। কোরআনের অর্থ বুঝলে তার প্রতি খেয়াল করা বা ধ্যান রাখা। কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যদিকে খেয়াল চলে গেলে ক্ষতি নেই। তবে স্মরণ হওয়ামাত্র পুনরায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। স্মরণ হওয়ার পরও অন্য কিছু খেয়াল করতে থাকা বা ইচ্ছাকৃত অন্য কিছুর খেয়াল আনা নিষিদ্ধ। তাই এ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।' (www.quranmazid.com, সুরা আরাফ, আয়াত: ২০৪)

(খ) সালাতের মধ্যে যা কিছু পড়া হয় আর যা কিছু করা হয়, খেয়াল করে পড়া এবং খেয়াল করে করা অর্থাৎ আমার প্রতিটি কাজ নিয়মানুযায়ী হচ্ছে কি না, যা কিছু পড়ছি তা শুদ্ধ ও সঠিক হচ্ছে কি না তার প্রতি লক্ষ রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

'স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তিলাওয়াত করো।' (www.quranmazid.com, সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ৪)

এভাবে সালাত পড়লে ইনশাআল্লাহ তা খুশু-খুযু বিশিষ্ট সালাত বলে গণ্য হবে। উপরে বর্ণিত পন্থাগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে একাগ্রতা অর্জনের জন্য সালাতের বাইরে বিভিন্ন সময় দুআও করতে হবে।

সালাত ভঙ্গের কারণ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সালাত আদায় ফরজ। সালাত যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই তাই কোরআন ও হাদিস অনুসারে সালাতে কিছু কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয়; নচেৎ সালাত ভেঙে যায় এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে হয়। সালাত ভঙ্গের বহু কারণের মধ্যে কিছু কারণ রয়েছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং কোন কোন কারণের ব্যাপারে ফিকাহ-বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতভেদের কারণে এর সংখ্যা কমবেশি হয়। এখানে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

(১) সালাতে অশুদ্ধ কিরাত পড়াঃ যতটুকু অশুদ্ধ পড়লে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সালাত আবার পড়তে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬৩৩-৬৩৪, হিন্দিয়া: ১/৮০, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত: ৩/৩৪৪)

(২) সালাতের ভেতর কথা বলাঃ সালাতে এমন কোনো অর্থবোধক শব্দ করা, যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সালাত ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক: ২/২)

(৩) সালাতরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ২/৯২, আল বাহরুর রায়েক: ২/১২০)।

(৪) কারো সালামের উত্তর দেওয়া। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১২১৭)

(৫) ব্যথা কিংবা দুঃখে উহ-আহ শব্দ করা। (আদ্দুররুল মুখতার: ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক: ২/৪, মারাকিল ফালাহ: ১/১২১)

(৬) বিনা কারণে কাশি দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ৩/৬১৮, মারাকিল ফালাহ: ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক: ২/৫)

(৭) আমলে কাসির করাঃ ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে

লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ তাকে দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মাবে যে, ওই ব্যক্তি সালাতরত নয়। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত: ৩/৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে: ১/২৪১)।

(৮) দুনিয়াবি কোনো বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা। (হাশিয়াতু তাহতাবি: ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬১৯, নুরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮)

(৯) তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলে থাকাঃ নামাজি ব্যক্তির নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার সালাত ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামি: ১/২৭৩, কাফি: ১/২৩৮, মাওয়াহিবুল জলিল: ১/৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ: ১/১৮৮, হাশিয়াতুত তাহতাবি: ১/৩৩৭)। উল্লেখ্য, নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে সালাত ভেঙে যাবে। (www.ihadish.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৬৪১)

(১০) মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) গ্রহণ করাঃ ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে সালাতের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি ১/৬২২, হিন্দিয়া: ১/৯৮)

(১১) সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের প্রতি-উত্তর করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক: ২/২)

(১২) অপবিত্র জায়গায় সেজদা করা। (বাদায়েউস সানায়ে: ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক: ২/৩৭, তাবয়িনুল হাকায়েক ১/৯৫)

(১৩) কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে যাওয়াঃ যদি কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে যায়, তবে অপারগতাবশত যানবাহনে সালাতের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। (মারাকিল ফালাহ: ১/১২১, নূরুল ঈজাহ: ১/৬৮)

(১৪) সালাতে কোরআন শরিফ দেখে পড়া। (মারাকিল ফালাহ ১/১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬)। তবে সৌদি আরবের আলেমরা এ মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

(১৫) সালাতে শব্দ করে হাসা। (কানজুদ্দাকায়েক: ১/১৪০)

(১৬) সালাতে সাংসারিক (দুনিয়াবি) কোনো বিষয় প্রার্থনা করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক: ২/৩) । তবে এ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্য মাজহাবের ভিন্নমত আছে।

(১৭) হাঁচির জবাব দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি: ২/১১৭)

(১৮) সালাতরত অবস্থায় খাওয়া ও পান করা। (মারাকিল ফালাহ: **১/১২১**, নুরুল ঈজাহ: ১/৬৮)

(১৯) ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানোঃ মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে সালাত ভেঙে যাবে। তবে যদি (দুজনের জামাতে সালাতের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায়; কিন্তু তিনি লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে তাঁর সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে: ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি: ১/৪৩)।

এর বাইরেও সালাত ভঙ্গ হওয়ার আরো কারণ আছে-

- কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া,
- ইমামের আগে কোনো রোকন আদায় করে ফেলা,
- ইচ্ছাকৃত অজু ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা,
- পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া

সালাতের মধ্যে মাকরুহ কাজ

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন যেন তার রবের সামনে হাজির হয়। এ মহান সাক্ষাতে সব ধরনের অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত তথা মাকরূহ কাজ পরিহার করে সালাত আদায় করা উচিত। নিচে মাকরূহ অথাৎ অপছন্দনীয় কাজের একটি বিবরণ দেয়া হলো। এগুলোতে সালাত ভঙ্গ না হলেও সালাতের আদব রক্ষার জন্য এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিতঃ

১। **সালাতের সুন্নাত ত্যাগ করাঃ** সালাতে যে সমস্ত কার্যাবলী করা সুন্নত (যেমন বুকে/নাভির নিচে হাত বাঁধা...) তার কোন একটিও ত্যাগ করা মাকরুহ। (ফিকহুস সুন্নাহ্ উর্দু ১২৫পৃ:)

২। **মুখ ঘুরিয়ে বা আড় চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখা, ঘড়ি বা অন্য কিছু দেখাঃ** চোরা দৃষ্টিতে বা ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে শয়তান নামাযীর সালাত চুরি করে থাকে। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৭৫১)। অবশ্য চোখের কোণে ডাইনে-বামের জিনিস দেখা বা নজরে পড়া সালাতের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাঃ) সালাত পড়া অবস্থায় ডাইনে ও বামে লক্ষ্য করতেন। আর পিঠের দিকে ঘাড় ঘুরাতেন না।' ((www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৯৯৮)। অতএব শিশুর মা সালাত পড়তে পড়তে যদি তার শিশুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে আড় নয়নে তাকায়, তাহলে সালাতের কোন ক্ষতি হয় না। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩১২)

৩। **আকাশের (বা উপর) দিকে তাকানোঃ** নবী (সাঃ) বলেন, "লোকেরা যেন অবশ্য অবশ্যই সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো হতে বিরত হয়, নচেৎ তাদের চক্ষু ছিনিয়ে নেওয়া হবে!" (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৭৫০)।

৪। **চোখ বুজাঃ** মহানবী (সাঃ) যখন সালাত পড়তেন, তখন তিনি তাঁর চোখ দু'টিকে খুলে রাখতেন। তাঁর দৃষ্টি থাকত সিজদার জায়গায়। তাশাহ্হুদে বসার সময় তিনি তাঁর তর্জনী আঙ্গুলের উপর নজর রাখতেন। এ ছাড়া তিনি চোখ খুলে রাখতেন বলেই মা আয়েশা (রাঃ) এর দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিযুক্ত পর্দা তাঁর সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। সুতরাং সুন্নাত হল, চোখ খোলা রেখে সালাত পড়া ।

৫। এমন জিনিস (যেমন নক্সাদার মুসাল্লা, সৌন্দর্য ও কারুকার্যময় দেওয়াল বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ কাপড় ইত্যাদি) সামনে রেখে সালাত পড়া, যাতে নামাযীর মনোযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট হয়।

৬। কোন প্রাণীর বা মানুষের ছবি, মূর্তি বা আগুন সামনে করে সালাত পড়া। কারণ, এতে থাকে শির্কের গন্ধ এবং অমুসলিমদের সদৃশতা। (মাজমূউস সালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড: শওকত উলাইয়ান ২৫০-২৫১পৃ:)।

৭। কোন প্রাণী বা মানুষের ছবি চিত্রিত কাপড় পরে সালাত পড়া। (মাজমূউস সালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড: শওকত উলাইয়ান ২৫১পৃ:)

৮। নিজের বা আর কারো ছবি পকেটে রেখেও সালাত মাকরুহ। অবশ্য কোথাও রেখে সালাত পড়লে চুরি হয়ে বা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে নিরুপায় অবস্থায় ছবিযুক্ত টাকা-পয়সা, পাসপোর্ট, পরিচয়-পত্র প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে সালাত পড়ায় দোষ নেই। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১২/৯৮, ১৯/১৬১)

৯। **দুই হাতের আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর খাঁজাখাঁজি করাঃ** প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সুন্দরভাবে ওযু করে মসজিদের উদ্দেশে বের হয়, তখন সে যেন অবশ্যই তার (দুই হাতের) আঙ্গুলসমূহকে খাঁজাখাঁজি না করে। কারণ, সে সালাত অবস্থায় থাকে।” (আহমাদ, মুসনাদ ৪/২৪২, ২৪৩, আবূদাঊদ, সুনান ৫৬২, তিরমিযী, সুনান ৩৮৬, আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফ ৩৩৩৪, দারেমী, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ ৪৪১নং, ত্বাবারানীরানী, মু’জাম, বায়হাকী ৩/২৩০,হাকেম, মুস্তাদরাক ১/২০৬, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ২/১০২)। অর্থাৎ সালাত পড়া অবস্থায় ঐরুপ নিষিদ্ধ। সালাতের জন্য ওযূ করার পর থেকে সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐরুপ করা নিষিদ্ধ (সহিহ তারগিব ২৯২, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১২৯৪, জামে ৪৪৫, ৪৪৬)

১০। **আঙ্গুল ফুটানোঃ** সালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো। কারণ, এটি একটি বাজে ও নিরর্থক কর্ম এবং অপর নামাযীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩২৪)

১১। **কোমরে হাত রাখাঃ** আল্লাহর নবী (সাঃ) সালাত পড়ার সময় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ১২১৯)। এর কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এমন কাজ ইয়াহুদীদের ((www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৩৪৫৮), অথবা জাহান্নামীরা জাহান্নামে এরূপ কোমরে হাত রেখে আরাম নেবে (ইবনে আবী শাইবা ৪৫৯২, ৪৫৯৫)। সুতরাং তাদের সদৃশ্যতা অবলম্বন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অনেকে বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এরূপ কাজ অহংকারী, বিপদগ্রস্ত অথবা ভাবনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের। তাই সালাতে এরূপ প্রদর্শন অবৈধ (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩২৩, মুখালাফাত ফিত্বাহারাতি অসস্বালাহ্ ১৫৫পৃ:)

১২। কুকুরের মত বসাঃ দুই পায়ের রলা খাড়া রেখে, হাত দু'টিকে মাটিতে রেখে এবং দুই পাছার উপর ভর করে কুকুরের মত বৈঠক নিষিদ্ধ। কারণ এমন বৈঠক শয়তানের। (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩১৬)।

১৩। বামহাত দ্বারা ভর করে বসাঃ সালাতের বৈঠকে বামহাতকে মাটি বা মুসাল্লার উপর রেখে ঠেস দিয়ে বসা। কারণ, এমন বৈঠক আল্লাহর ক্রোধভাজন ইয়াহুদীদের (বায়হাকী, হাকেম, মুস্তাদরাক, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩৮০)।

১৪। কাপড় গাঁটের নিচে ঝুলানোঃ পুরুষদের জন্য তাদের কাপড়, লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট, চোগা প্রভৃতি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। পরন্তু মহান বাদশার সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে অহংকারীদের মত এমনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা অধিকভাবে নিষিদ্ধ।

১৫। কাপড় (শাল বা চাদর) না জড়িয়ে দুই কাঁধে দু' দিকে ঝুলিয়ে রাখা অথবা চাদরে জড়িয়ে থাকা অবস্থায়হাত দু'টিকেও তার ভিতরে রেখেই রুকূ- সিজদা করা। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) সালাতে এইভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার:৭৬৪)। এর কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, এরূপ অভ্যাস ইয়াহুদীদের।

১৬। চাদর, শাল, কম্ফর্টার প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ ঢাকাঃ সালাত পড়া অবস্থায় মুখ ঢাকতে মহানবী (সাঃ) নিষেধ করেছেন (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার:৭৬৪)। মদিনার ফকীহ্ সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার কাউকে সালাতে মুখ ঢেকে থাকতে দেখলে তার মুখ থেকে তার কাপড়কে সজোরে টেনে সরিয়ে দিতেন (মালেক, মুআত্তা ৩০)।

১৭। পুরুষের লম্বা চুল পেছন দিকে বেঁধে সালাত পড়াঃ প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি তার (লম্বা) চুলকে পেছন দিকে বেঁধে সালাত পড়ে, সে সেই ব্যক্তির মত যে তার দুইহাত বাঁধা অবস্থায় সালাত পড়ে।” (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ)। তিনি আরো বলেন, “ঐ বাঁধা চুল হল শয়তান বসার জায়গা!” (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ, সিজদার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। ইবনুল আষীর বলেন, লম্বা চুল খোলা অবস্থায় থাকলে সিজদাহ অবস্থায় সেগুলিও মাটিতে পড়ে যাবে। ফলে সিজদাহকারীকে ঐ চুলের সিজদাহ করার সওয়াব দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে, বাঁধা বা গাঁথা থাকলে সেগুলো সিজদায় পড়তে পারবে না। তাই বাঁধতে নিষেধ করা হয়েছে। (নাইলুল আউতার, শাওকানী ২/৩৪০)।

আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেন, মনে হয় এ বিধান কেবল পুরুষদের জন্যই, মহিলাদের জন্য নয়। ইবনুল আরাবী থেকে এ কথা উদ্ধৃত করে শওকানী তাই বলেন (সিফাতু সালাতিন নাবী (সাঃ), আলবানী ১৪৩)। কারণ, মেয়েদের চুল থাকবে বাঁধা ও কাপড়ের পর্দার ভিতরে। যা বের হলে মহিলার সালাতই বাতিল হয়ে যাবে। (নাইলুল আউতার, শাওকানী ২/৩৪০)।

১৮। কাপড় গুটানোঃ আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি ৭ অঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করি --- এবং কাপড় ও চুল না গুটাই।" (বুখারী, (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৮১২)। মুহাদ্দিস আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এই নিষেধ কেবল সালাত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সালাতের পূর্বেও যদি কেউ তার চুল বা কাপড় গুটায়, অতঃপর সালাতে প্রবেশ করে, তাহলে অধিকাংশ উলামাগণের মতে, সে ঐ নিষেধে শামিল হবে। আর চুল বেঁধে সালাত পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস উক্ত মতকে সমর্থন করে। (সিফাতু সালাতিন নাবী (সাঃ), আলবানী ১৪৩)।

এখান থেকেই বহু উলামা বলেছেন যে, জামার আস্তীন বা হাতা গুটিয়ে সালাত পড়া মাকরুহ। কারণ মহানবী (সাঃ) ও তাঁর উম্মত সালাতে কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছেন। আর জামার হাতা গুটানো কাপড় গুটানোরই শামিল। ইমাম নওবী বলেন, উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাপড় জামার আস্তীন গুটিয়ে, চুল বেঁধে বা পাগড়ীর নিচে গুটিয়ে রেখে সালাত পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য এই নিষেধের মান হল মাকরুহ। অর্থাৎ, এতে সালাত নষ্ট হয় না। (শারহু মুসলিম ৪/২০৯, আউনুল মা'বূদ ২/২৪৭)।

১৯। কাঁধ খোলা রেখে নামাযঃ কাঁধ খোলা রেখে সালাত নিষিদ্ধ। সুতরাং বহু হাজীদের ইহরাম পরে এক কাঁধ খোলা অবস্থায় সালাত পড়া বৈধ নয়। (মাজমূউস সালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড: শওকত উলাইয়ান ২৫১)।

২০। সশব্দে কুরআন পাঠঃ অনেকে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়ার সময় মাঝে মাঝে গুনগুন করে বা ফিসফিসিয়ে ওঠে। যাতে পাশের নামাযীর বড় ডিষ্টার্ব হয়। এমন করাও হাদীস থেকে নিষিদ্ধ। মহানবী (সাঃ) বলেন, "অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং কি নিয়ে আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের পাশে কুরআন সশব্দে না পড়ে।" (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৮৫৬)।

২১। খাবার সামনে রেখে নামাযঃ খাবার জিনিস সামনে হাজির থাকলে এবং খাওয়ার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা থাকলে তা না খেয়ে সালাত পড়া মাকরুহ। কারণ, সে সময় খাবারের দিকে মন পড়ে থাকে এবং সালাতে যথার্থ মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে। মহানবী (সাঃ) বলেন, "যখন

তোমাদের রাতের খাবার প্রস্তুত থাকে এবং সেই সময়ে সালাতের ইকামতও হয়, তখন তোমরা প্রথমে খাবার খাও। আর খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত কেউ যেন তাড়াহুড়ো না করে।" ইবনে উমার (রাঃ) এর জন্য খাবার বাড়া হলে সেই সময় যদি সালাতের ইকামত হত, তাহলে তা খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সালাতে আসতেন না। সেই সময় তিনি ইমামের ক্বিরাআতও শুনতে পেতেন। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ১০৫৬)।

২২। প্রস্রাব-পায়খানা আটকে রেখে সালাত পড়াঃ প্রস্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে সেই অবস্থায় সালাত পড়া বৈধ নয়। সময় বা জামাআত ছুঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও প্রস্রাব-পায়খানার কাজ না সেরে সালাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। মহানবী (সাঃ) বলেন, "খাবার সামনে রেখে সালাত নেই। আর তারও সালাত নেই, যাকে প্রস্রাব-পায়খানার বেগ পেয়েছে।" ((www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ১০৫৭)।

২৩। ঢুল বা তন্দ্রা অবস্থায় নামাযঃ ঘুমের ঘোর থাকলে বা ঢুল এলে (নফল) সালাত পড়া উচিৎ নয়। বরং একটু ঘুমিয়ে নিয়ে পড়া উচিৎ। অবশ্য ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে জামাআত ও নির্দিষ্ট সময় খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী।

২৪। মাদকদ্রব্য বা কোন হারাম বস্তু বহন করাঃ হকপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট কুরআন, সুন্নাহ্, বিবেক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক বহু দলীল বর্তমান থাকার কারণে বিড়ি, সিগারেট, গালি, তামাক, গুল-জর্দা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মাকরূহে তাহরীমী অর্থাৎ হারাম। তাই, এ সব জিনিস পকেটে রেখে মসজিদে যাওয়া ও সালাত পড়া মাকরূহ। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সউদী উলামা-কমিটি ১/১৯৯-২০০)।

২৫। হেলা-দোলাঃ সালাত পড়তে পড়তে আগে-পিছে বা ডানে-বামে হেলা-দোলা বৈধ নয়। কেননা, এ কাজ সালাতে একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রতিকূল। (মুখালাফাত ফিত্বাহারাতি অসস্বালাহ্ ২২০পৃ:)।

অনেকে কেবল ডান অথবা বাম পায়ের উপর ভর না দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়; যাতে কাতারের পাশের নামাযীরও ডিষ্টার্ব হয়। পক্ষান্তরে, প্রিয় নবী (সাঃ) সালাত শুরু করার পূর্বে সাহাবাগণের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও। বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না। নচেৎ তোমাদের হৃদয়ও বিভিন্ন হয়ে যাবে।" (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ১০৮৮)। অবশ্য সালাত লম্বা হলে পা ধরার ফলে দু-একবার পা বদলে আরাম নেওয়া দূষণীয় নয়। তবে শর্ত হল, যেন এক পা অপর পায়ের চেয়ে বেশী আগা- পিছা না হয়ে যায়।

২৬। সালাতের প্রতিকূল কিছু আচরণঃ সালাত পড়তে পড়তে মাথা বা দাড়ি চুলকানো, বারবার মাথার টুপী, পাগড়ী বা রুমাল সোজা করা, ঘড়ি হিলানো ও দেখা, নখ, দাঁত, নাক ও ব্রণ খোঁটা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় কর্ম বৈধ নয়। (মুখালাফাত ফিত্বাহারাতি অসস্বালাহ্ **১৭২-১৭৫**পৃ:)।

২৭। সালাম ফেরার সময় হাতের ইশারা মাকরুহ।

পঞ্চম অধ্যায়

জামাতে সালাত আদায়

ঈমানের পরে প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরজ ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত বা সালাত সময়মত আদায় করা। ইসলাম জামাআতবদ্ধ জীবন পছন্দ করে; অপছন্দ করে বিচ্ছিন্নতাকে। পুরুষদের জন্য ফরজ সালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব বিধায় বিনা ওজরে জামাআত ত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।" (www.quranmazid.com, সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)

বরং জামাআতে সালাত না পড়লে সালাত কবুল নাও হতে পারে। ইবনু 'আববাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ" যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনা সত্ত্বেও কোনরূপ ওজর ছাড়া (বিনা কারণে) জামা'আতে সালাত আদায়ে বিরত থাকে তার অন্যত্র (একাকী) সালাত কবুল হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ওজর কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৫৫১)

জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত

(ক) জামাআতে হাজির হয়ে যারা আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ রাখে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন,

اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمۡ يَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓٮِٕكَ اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِيۡنَ

"একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (www.quranmazid.com, সুরা *আত-তাওবা: ১৮*)।

(খ) জামাআতে উপস্থিতি দোযখ ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি দেয়। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জমা'আতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। (www.ihadis.com, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ২৪১)

(গ) জামাআতে উপস্থিত নামাযীদেরকে নিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাসভায় গর্ব করেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাগরিবের সালাত পড়লাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তিনি তাঁর দু হাঁটুর উপর ভর করে বসে বলেন তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেনঃ তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফরজ আদায়ের পর পরবর্তী ফরজ আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৮০১)

(ঘ) জামাআতে সালাত আদায়ে ২৫ বা ২৭ গুন বেশি সওয়াব। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) .... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা সালাত একাকী আদায় করা

সালাত থেকে সাতাশগুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।" (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ১৩৬৩)

(ঙ) আবূ হুরাইরাহ (রাখি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তির জামাআতের সাথে সালাতের সওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত সালাতের সওয়াবের চেয়ে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উর্দূ করলো, অতঃপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে মালাকগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৪৭)।

(চ) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আবূ মূসা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালেছেনঃ "(মসজিল হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৫১)।

(ছ) ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ... উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক লোক সম্পর্কে জানি যার বাড়ী অপেক্ষা কারো বাড়ী মসজিদ থেকে অধিক দূরে ছিল বলে আমার জানা নেই। জামা'আতের সাথে কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করা তিনি ছাড়তেন না। উবাই ইবনু কাব বলেনঃ তাকে বলা হলো অথবা (বর্ণনাকারী আবূ উসমান নাহদীর সন্দেহ আমি বললামঃ যদি তুমি একটি গাধা কিনে নাও এবং তার পিঠে আরোহন করে রাতের অন্ধকারে এবং রোদের মধ্যে সালাত আদায় করতে আসো তাহলে তো বেশ ভালই হয়। এ কথা শুনে সে বললঃ আমার বাড়ী মসজিদের পাশে হোক তা আমি পছন্দ করি না। আমি চাই মসজিদে হেঁটে আসা এবং মসজিদ থেকে ঘরে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার জন্য (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ হোক। তার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তা'আলা

তোমার জন্য অনুরূপ সাওয়াবই একত্রিত করে রেখেছেন। (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৬৮৩)।

(জ) জীবনের সকল গুনাহ মাফ। হারুন ইবনু সাঈদ আল আইলী ... উসমান (রাশিয় এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন উসমান ইবনু আফফান খুব উত্তমরূপে ওযু করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযু করতে দেখেছি যে, সে অতি যত্ন করে ওযু করলেন। অতঃপর তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেনঃ ”যে ব্যক্তি অনুরূপ ওযু করে সালাতের জন্যে মসজিদের দিকে যায় এবং তার মসজিদে যাওয়া যদি সালাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে না হয় তবে তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে“ (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ২৩২)।

(ঝ) ইহরামধারী হাজ্জীর সমান সাওয়াব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ”যে ব্যক্তি ফরজ সালাতের জন্য অযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের সালাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন উমরাহকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তাকে ইল্লিন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে (অর্থাৎ তার মর্যাদা সুউচ্চ হবে)। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৫৫৮)।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি স্বগৃহে ওযূ করে ফরজ সালাত আদায় করার জন্য প্রত্যহ ৫ বার মসজিদে যায় এবং সে তাতে ঐ বিশাল সওয়াবের আশা রাখে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ৫টি করে; অর্থাৎ বছরে প্রায় ১৮০০টি হজ্জ করার সওয়াব লাভ করে। আর ৬০ বছরের জীবনে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার বার হচ্ছ করা হয় একজন মসজিদ-ভক্ত নামাযীর! অতএব অনায়াসে সে ৬০ বছরেই যেন ১০৮০০০ বছরের জীবন লাভ করে থাকে। বরং এত বছর বাঁচলেও সে হয়তো প্রত্যেক বছর হজ্জ করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু জামাআতের ঐ সালাত তাকে এত দীর্ঘ জীবন দান করে থাকে।

(ঞ) পাপরাশি দূর ও মর্যাদা বৃদ্ধি। ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ---- আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদে আসার জন্যে বেশি

পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর আর এক সালাতের জন্যে প্রতীক্ষা করা (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ২৫১)।

জামাআতে প্রথম কাতারে সালাতের ফযীলত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত কুরআহর (লটারি) মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে ফায়সালা করত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলাত) রয়েছে যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামাআতে) আদায়ের কী ফযীলাত তা যদি তারা জানত তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬১৫)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এমন একদিন (কিয়ামতের দিন) তার (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না। এর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে যত্নবান। (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ১০৩১)

বিভিন্ন ওয়াক্তের সালাত জামাআতে আদায়ের ফজিলত

ফজরের সালাতঃ নাসর ইবনু 'আলী আল জাহ্যামী (রহঃ) --- জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো। (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৬৫৭)।

ফজরের সালাতে দিন ও রাতের মালাক/ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাখি) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত হতে পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের মালাকগণ একত্রিত হয়। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাখি) বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ) "ফজরের সালাতে (মালাকগণ) উপস্থিত হয়। (সূরাহ্ ইসরা ৭৮) এ আয়াত পাঠ কর। (সহীহ বুখারী ৬৪৮)। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৪৮)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيۡلِ وَقُرۡاٰنَ الۡـفَجۡرِ‌ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡـفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا

সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের সালাত। নিশ্চয় ফজরের সালাত উপস্থিতির সময় (www.quranmazid.com, সুরা ইসরা, আয়াত: ৭৮)।

ফজর ও ইশার সালাতঃ বুরায়দাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৫৬১)।
ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আবদুর রহমান ইবনু আবূ 'আমরাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাগরিবের সালাতের পর উসমান ইবনু আফফান মসজিদে এসে একাকী এক জায়গায় বসলেন। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন- ভাতিজা, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ইশার সালাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন

সারা রাত জেগে সালাত আদায় করল। (www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৬৫)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ”ইশা ও ফজরের সালাত (জামাতে) আদায়ের কী ফজিলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত।“ (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬১৫)।

আসরের সালাতঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযি) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। মালাকগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৫৫৫)।

জামাআত ত্যাগকারীদের জন্য সতর্কবাণী

(১) জামাআতে সালাত ত্যাগ করা মুনাফিকের গুণ। জামাআত ত্যাগ করা মুমিনের গুণ নয়; বরং তা মুনাফিকের গুণ। মহান আল্লাহ এদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"আর তাদের অর্থসাহায্য গ্রহন করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং সালাতে উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে, আর অর্থসাহায্য করে কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে।(www.quranmazid.com, সুরা তাওবা, আয়াত: ৫৪)

(২) ইবনু আববাস থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যাক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হল না, তার সালাত নাই। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৭৯৩)।

(৩) যারা সালাতের জামাআতে মসজিদে হাজির হয় না, মহানবী (সাঃ) তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকদের জন্য ফজর ও 'ইশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফাযীলাত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়াযি্যনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামত করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই। (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৬৫৭)।

(৪) কোন অন্ধ মানুষকেও মহানবী অনুমতি দেননি। ইবনু উম্মে মাকতুম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অন্ধ, আমার ঘরও দূরে অবস্থিত। আমার একজন পথচালকও আছে, কিন্তু সে আমার অনুগত নয়। এমতাবস্থায় আমার জন্য ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? ইবনু উম্মে মাকতূম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার জন্য অনুমতির কোন সুযোগ দেখছি না। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৫৫২)।

(৫) ইবনু উম্মে মাকতুম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মদীনাতে অনেক কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু রয়েছে (যা দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা আছে, এরূপ অবস্থায়ও কি মসজিদে জামা'আতে হাযির হতে হবে?)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ্, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ শুনতে পাও? (শুনতে পেলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে। (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৫৫৩)।

(৬) আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) .... আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে, সে যেন ঐ সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেসব সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সালাতও হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি, যেমন জনৈক ব্যক্তি সালাতের জামা'আতে উপস্থিত না হয়ে বাড়ীতে সালাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে সালাত আদায় করো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয় তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা মনে করি যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জামা'আতে সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হত যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। www.ihadis.com, সহিহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার: ৬৫৪)।

জামাতে সালাত আদায়ের উপকারিতা

জামাতে সালাত পড়ার ফজিলত আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জামাতে সালাত আদায় করার জন্য নিয়মিত মসজিদে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার সুযোগ তৈরি হয়। তাই জামাতে সালাত পড়া শুধু ব্যক্তিগত উপকারেই নয়, সমাজিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা নিচে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলোঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় এ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সময়ে সময়ে পরস্পর একত্রিত হওয়ার কিছু বিশেষ সুযোগ ও সুব্যবস্থা রেখেছেন। যেন তারা একে অপরের খবরাখবর নিতে পারে। প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। যাতে করে ধীরে ধীরে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং একে অপরকে কথায় ও কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের দিকে আহ্বান করার প্রচুর সুযোগ পায় ।

২. মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোক একে অপরের অবস্থা সম্যকরূপে জানতে পারে। ফলে, সমাজের রুগ্ন ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করা, মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফন করা, গরীব-দুঃখীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও করা যায়। আর এতে করে সকলের মাঝে গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয় ।

৩. জামাতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, কেননা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে সালাত পড়লে উক্ত সমাজে সালাত কায়েম হয়েছে কি না বলা মুশকিল।

৪. কাফির ও মুনাফিকদের সামনে মুসলিমদের একতা, শক্তি, সহমর্মিতা বিশেষভাবে ফুটে উঠে। তাতে করে কাফির ও মুনাফিকরা মানসিকভাবে দুর্বল থাকে অপরপক্ষে, মুসলিমগণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

৫. মসজিদে সালাতের পড়ে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা আলিমদের কাছ থেকে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার সুযোগ পায়। এমনকি তারা বিশেষ করে সালাতের বিধি-বিধানগুলো ভালোভাবে রপ্ত করারও সুযোগ পায় ।

৬. যে ব্যক্তি মসজিদে সালাতে উপস্থিত হয় না, তাকে চিহ্নিত করে সালাত আদায় করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া যায়।

৭. জামাতে ধন-গরীব, উচু-নিচু, সাদা-কালো, শাসক-শাসিত, বড়-ছোট সবাই সারিবদ্ধভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার সামাজিক পার্থক্য ভুলে গিয়ে সবাইকে একই

মা-মানুষিকতার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে করে মুসলিমদের মাঝে গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর এ জন্যই তো রাসূল সর্বদা সাহাবায়ে কিরামগণকে জামাতে একান্তভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত পড়ার আদেশ করতেন ।

৮. একান্ত সাওয়াবের আশায় সালাতের জন্য জামাতে পরস্পর একত্রিত হওয়া মুসলিম উম্মাহ্'র উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধারাবাহিক বরকত নাযিল হওয়ার একটি বিরাট মাধ্যমও বটে।

৯. জামাতে নিয়মিত ইবাদতকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি অদম্য উৎসাহ্-উদ্দীপনা দেখে অলসদের মাঝেও নতুন করে ইবাদতের ইচ্ছা ও স্পৃহা জন্ম নেয়।

জামাতে সালাত পড়তে যাওয়ার নিয়ম

১. নিজ ঘর থেকে ভাল করে উযু করে নেয়া।

২. মসজিদে আসার আগে দুর্গন্ধময় যে কোন জিনিস খাওয়া বা ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা।

৩. সাধ্যমত সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছেদ পরে মসজিদে আসা।

৪. শুধুমাত্র সালাতের নিয়ত করে ঘর থেকে দোয়া পড়ে বের হওয়া।

৫. অনুচ্চস্বরে মাসনুন জিকিরগুলো করতে করতে ধীরস্থিরে মসজিদের দিকে রওনা করা।

৬. মসজিদের ঢোকার আগে নিজের জুতা জোড়া ভালোভাবে দেখে তাতে কোন নাপাকি দেখলে পরিষ্কার করে রাখা।

৭. পায়ের জুতা জোড়া পা থেকে খুলে জুতা রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা।

৮. মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে দোয়া পড়ে ঢোকা।

৯. মসজিদে ঢুকে আশেপাশের লোকগুলো যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে তাদেরকে সালাম দেয়া।

১০. মসজিদে ঢোকার সময় কোন ফরজ সালাতের সময় না হলে থাকলে অন্ততপক্ষে দুই রাকাত তাহিতুল মসজিদের সালাত পড়া।

১১. নামাজীদের প্রথম সারিতে বিশেষ করে ইমাম সাহেবের ডান দিকে বসার চেষ্টা করা, তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্য কোন মুসলিমের কষ্ট না হয়।

১২. কিবলামুখী হয়ে বসে কোরআন তেলাওয়াত কিংবা অনুচ্চস্বরে মাসনুন জিকির করা।

১৩. ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষার নিয়তে বসে থাকা, এমন সময় দীর্ঘক্ষণ অজু রাখার চেষ্টা করা।
১৪. ইমামের খুৎবা মনোযোগ দিয়ে শুনা, এসময় কোন কথা বলা যাবেনা এমনকি কোন সালাতও পড়া নিষেধ।
১৫. সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা আগে বাড়িয়ে দোয়া পড়ে বের ওয়া।

পরিবারকে সালাতের নির্দেশ

কোন ব্যক্তি বা তার পরিবার-পরিজন যদি সালাত না পড়ে তবে তাদেরকে সালাত আদায়ের জন্য বার বার দাওয়াত দেওয়া বা আহ্বান করা তার কর্তব্য। বিনয় এবং প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে হলেও তাদেরকে সালাত পড়ানো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, এর ফলে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করতে পারেন।

কেন নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন

ইসলাম নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যদের আমল করতে উৎসাহ দেওয়া বা দাওয়াত দেওয়ারও নির্দেশ দেয়। এ দাওয়াত শুরু করতে হয় নিজের ঘর থেকে, নিজের পরিবার থেকে। কোরআনে আল্লাহ প্রত্যেককে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, একইসাথে পরিবারকে সালাত পড়তে অভ্যস্ত করা, তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দেওয়াারও নির্দেশনা দিয়েছেন।
আল্লাহর আজাব থেকে শুধু নিজেকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোনো মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যার কাছে যে পরিবারের দায়িত্ব, তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে, সাধ্যমতো সেই শিক্ষা দেওয়াও তার কাজ।

কুরআনের আলোকে নির্দেশনা:
(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:
يٰاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓـئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

”হে ইমানদারগণ! তোমারা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে [২], যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে। (www.quranmazid.com, সুরা তাহরীম, আয়াত: ৬)।

(খ) আল্লাহ বলেন,

وَأۡمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاؕ لَا نَسۡـَٔـلُكَ رِزۡقًاؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ‌ؕ وَالۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰى

"তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজেও তা অব্যাহতভাবে আদায় করো। আমরা তোমার কাছে রিজিক চাই না; আমরাই তোমাকে রিজিক দিই, আর পরিণাম তো তাকওয়ার জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা ত্বহা, আয়াত: ১৩২)।

(গ) আল্লাহর নবী-রাসুল ও নেক বান্দারা পরিবার পরিজনদের সালাতের নির্দেশ দিতেন তাও উল্লিখিত হয়েছে কোরআনে। নবী ইসমাইলের (আঃ) প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيًّا

“সে নিজের পরিবারকে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দিতো।“ (সুরা মারিয়াম: ৫৫)

(ঘ) কোরআনে আল্লাহর আরেক প্রিয় ও নেক বান্দা লোকমান তাঁর ছেলেকে নসিহত করার ঘটনায়ও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি তার ছেলেকে সালাতের নির্দেশ দিচ্ছেন,

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ
أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ

”হে আমার প্রিয় সন্তান, সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধরো। নিশ্চয় এগুলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।” (সুরা লোকমান: ১৭)

হাদিসে আলোকে নির্দেশনা

(ক) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"(www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৮৯৩)।

(খ) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে ব্যক্তি নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়েছে। সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহতায়লা ঐ মহিলার ওপরও রহম করুন, যে মহিলা নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকেও জাগিয়েছে। যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।' (www.ihadis.com, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নাম্বার: ১৬১০)।

(গ) তাই সালাতের সময় হলে নিজে সালাত পড়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও সালাতের জন্য তাগাদা দেওয়া আবশ্যক। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বেতরের সালাত পড়তেন তখন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ডাকতেন এবং বলতেন, "হে আয়েশা! দাঁড়াও এবং বেতর আদায় করো।" (সহিহ মুসলিম)।

(ঘ) আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম তথা জনতার নেতা একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। মানুষের (দাস) ভৃত্য দায়িত্বশীল মুনিবের সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব, সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে।' (www.ihadis.com, সহিহ বুখারী, হাদিস নাম্বার: ৭১৩৮)।

সন্তানকে কেন সালাতে অভ্যস্ত করাবেন

শৈশব থেকে সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করে না তুললে ভবিষ্যতে সে সালাতের প্রতি যত্নবান হতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ‘তোমরা সন্তানদের সালাতের প্রতি যত্নবান হও এবং তাদের ভালো কাজে অভ্যস্ত করো। কেননা কল্যাণ লাভ অভ্যাসের ব্যাপার।’ (সুনানে বায়হাকি, হাদিস: ৫০৯৪)।

সন্তানকে দুনিয়াদারির সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা দিতে হবে। জাগতিক সব শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি পারলৌকিক জ্ঞানও দিতে হবে। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকামের ইলম শেখাতে হবে। শুধু ধারণা দেয়াই যথেষ্ট নয়; সার্বিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তার অনুশীলনও করাতে হবে। মৌলিক দীনী জ্ঞান এবং আমল-ইবাদত শেখাতে হবে। আর ঈমানের পর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক চর্চিত আমল হলো সালাত। সন্তানকে তাই সালাত আদায় করা শেখাতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম।

কখন সালাত শেখাতে হবে

বলাবাহুল্য যে শিশুকে সালাতের নির্দেশ দানের আগে তাকে তা শেখাতে হবে। সে যা চেনে না আমরা তার নির্দেশ দেই কী করে? তাইতো শিশুরা যখন বিশ পর্যন্ত গুনতে শিখতো তখন থেকেই তাকে সালাত শিক্ষা দিতে হবে। এই বিষয়ে হাদিসে স্পষ্ট এসেছে, শিশুদের সাত বছর বয়স হলে সালাতের আদেশ দিতে হবে। আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ”তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে” (www.ihadis.com, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার: ৪৯৫)।

শিশু হলো আদর্শ অনুকরণকারী। সে যখন তার পিতামাতাকে সালাত আদায় করতে দেখবে, তখন সেও তাদের অনুকরণ করতে শুরু করবে। এ জন্য পিতামাতার উচিত নিজেদের সালাতকে শুদ্ধ করা এবং সুন্নত তরীকায় ও সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা।

আজকাল অনেক বাবা-মাই মনে করেন সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব সীমিত। কখনো খেলাধুলা ও বস্তুগত আরও কিছুকে এর সঙ্গে

যোগ করা হয়। অথচ তারা তাদের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন না। কারণ তাদের গুরুত্বের সবটুকু জুড়ে থাকে শারীরিক প্রতিপালন, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক লালনকেও এর সঙ্গে যোগ করা হয়। তবে রুহ তথা আত্মার খোরাক সম্পর্কে উদাসীনতা দেখানো হয়। অথচ বাস্তবে মানুষ প্রথমে রূহ, তারপর বুদ্ধি অতপর দেহ।

সালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব-কৈশোর থেকেই সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন। অথচ সাধারণ মুসলিমরা তো দূরের কথা, আমরা যারা নিয়মিত সালাত আদায় করি, শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে জীবন যাপনের চেষ্টা করি, তারাও এ ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলা করি। নিজে ঘুম থেকে জেগে ফজরের সালাত আদায় করতে মসজিদে যাই অথচ পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা সন্তানকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই না।

অনেকে সন্তানের ঘুম ভাঙ্গানোকে ভালোবাসার অন্তরায় ভেবে এ ব্যাপারে উদাসীনতা দেখান। তারা কি জানেন, সাহাবীদের বাণী হিসেবে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, কিয়ামতের দিন সন্তানরা পিতামাতার পেছনে লেগে থাকবে। তারা চিৎকার করে বলবে, হে পিতা, আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন কেন?!! তারপরও কিভাবে পিতা-মাতারা কলিজার টুকরা সন্তানদের জাহান্নামের জ্বালানি হিসেবে বেড়ে উঠতে দেন?!! বরং তারা জাহান্নামে পৌঁছার সব সামগ্রী তাদের জন্য ক্রয় করে দেন। এমনটি হবার কারণ সাধারণ পিতা-মাতার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা আর যারা ইসলাম সম্পর্কে জানেন, তাদের ইসলামের নির্দেশনা মতো সন্তানের লালন-পালন সম্পর্কে না জানা। এর সিংহভাগই সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। এ কারণেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দায়িত্ব, যা সীমাহীন গুরুত্বের দাবি রাখে। তাই মুসলিম নর-নারীকে এ দায়িত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য আগামী প্রজন্মকে এ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা। তাদেরকে এ দায়িত্বের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত করা।

পরিবারকে যেভাবে সালাতে অভ্যস্ত করাবেন

পরিবার হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা ও সংরক্ষণ শুরু হয়। পরিবারকে সালাতে অভ্যস্ত করানোর জন্য নিজে নিয়মিত সালাত আদায় করে সন্তানদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই সালাতের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। ঘরে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে ভালো ব্যবহার, ধৈর্য ও আন্তরিকতার মাধ্যমে নিচের নির্দেশনাগুলো নিয়মিত চর্চা করতে হবে-

১. আল্লাহর আদেশ মেনে চলাঃ আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের তা করতে নিষেধ করব, আর যা করতে আদেশ করেছেন তা মেনে চলতে আদেশ করব। তা হলেই তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও এবং তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে থাক।' (সুরা ত্বা-হা, আয়াত ১৩২)।

২. নিজে সালাতে যত্নবান হওয়াঃ ছোটরা বড়দের দেখে শেখে। তাই তাদেরকে সালাতে অভ্যস্ত করার প্রথম শর্ত মা-বাবা ও অভিভাবক নিজেরা সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া। নতুবা তাদেরকে সালাতের শুধু উপদেশ দিলে তা ফলপ্রসূ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা যা করো না, তোমরা তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক।' (সুরা সফ: আয়াত: ২-৩)।

৩. সালাত পড়ার সময় পাশে রাখাঃ মা-বাবা যখন সালাত আদায় করবে সন্তানকে পাশে রাখবেন। যেন সন্তান তার অনুকরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালাতের সময় হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে সঙ্গে রাখতেন বলে হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা জয়নব ও আবুল আসের কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। যখন তিনি সিজদা দিতেন তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ালে তাকে কোলে নিতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৬)

৪. **বুঝমান সন্তানকে মসজিদে নেওয়াঃ** আপনার সন্তানকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে আসেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে বালেগ ও অবুঝ উভয় ধরনের শিশুকে মসজিদে নেওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে এক শিশুর কান্না শুনলেন, যাকে তার মা নিয়ে এসেছিল; ফলে তিনি তার কিরাত ছোট করলেন বা ছোট সুরা পড়লেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৭০)। তবে ইসলামী আইনজ্ঞরা বলেন,

শিশু বালেগ হওয়া বা তার বয়স সাত বছর হওয়ার আগে মসজিদে না নেওয়া উত্তম। কেননা এতে অভিভাবক ও অন্যান্য মুসল্লির সালাতে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৫. হাতে-কলমে সালাত শিক্ষা দেওয়াঃ সন্তান সাত বছর বয়সে উপনীত হলে মা-বাবা তাকে হাতে-কলমে সালাত শিক্ষা দেবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবিদের হাতে-কলমে সালাত শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো, সেভাবে সালাত আদায় করো।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩১)

৬. সালাতের জন্য পুরস্কার দেওয়া: সন্তান যেন সালাতের প্রতি যত্নবান হয়; এ জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। ফজরের সালাতের জন্য উঠলে, মসজিদে সালাতের জামাতে হাজির হলে, সালাতের জন্য প্রয়োজনীয় দোয়া, তাসবিহ ও সুরা মুখস্থ করলে তাকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এ ধরনের উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রদানে ইসলাম উৎসাহিত করে। সম্প্রতি তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে।

৭. সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরাঃ সন্তানের সামনে সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন। ইসলামী শরিয়তে সালাতের গুরুত্ব, সালাত আদায়ের সুফল, সালাত না পড়ার কুফল, শাস্তি ইত্যাদি বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন—রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীর জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ আলো লাভের সুসংবাদ দাও।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস: ৫৬১)

৮. সালাত সম্পর্কিত ঘটনা শোনানোঃ সালাত কিভাবে ফরজ হলো, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালাতের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন, সাহাবিরা যুদ্ধের ময়দানেও কিভাবে সালাত আদায় করেছিলেন এবং বুজুর্গ আলেমরা সালাতের মাধ্যমে কিভাবে জীবনের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করেছেন সেসব ঘটনা শিশুদের শোনালে তারা সালাতে উৎসাহী হবে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে হজরত লোকমানের মতো উপদেশ দেওয়া, যা তিনি তার ছেলেকে দিয়েছিলেন। সুরা লোকমানের ১৩ থেকে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা আমাদের জন্য সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন,

" আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা, পিতা-মাতা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতে পীড়াপীড়ি করলে তা না মানা, পাপ-পুণ্য যদি সরিষার দানার সমানও হয় আল্লাহ তা-ও উপস্থাপিত করবেন, সালাত কায়েম করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, জমিনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা না করা, জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং নিচুস্বরে কথা বলা।"

৯. সালাতের জন্য জবাবদিহিঃ সন্তান ঠিকমতো সালাত পড়ছে কি না সেদিকেও মা-বাবাকে লক্ষ রাখতে হবে এবং সালাতে অলসতা করলে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে রাতে অবস্থান করছিলাম। সন্ধ্যার পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই শিশু কি সালাত পড়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস: ১৩৫৬)

১০. প্রয়োজনে শাস্তি দেওয়াঃ মা-বাবা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে উৎসাহ ও মৃদু শাসনের মাধ্যমে সালাতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবে। ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তারা সালাতে অবহেলা করলে তাদের প্রতি কঠোর হবে এবং প্রয়োজনে শাস্তি দেবে। মহানবী (সাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও। তাদের বয়স ১০ বছর হওয়ার পর সালাতের জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস: ৪৯৫)

১১. নামাজি হওয়ার জন্য দোয়া করাঃ সন্তান যেন সালাতের প্রতি যত্নবান হয় এ জন্য মা-বাবা দোয়া করবে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।' (সুরা: ইবরাহিম, আয়াত: ৪০)

১২. পরিবারের সবার প্রতি খেয়াল রাখাঃ আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সন্তানরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যেন তাদের সালাত, সাউমসহ যাবতীয় ফরজ ইবাদতগুলা পালন করার জন্য কঠোর হই এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকি। আমরা যদি আমাদের পরিবারের সব সদস্যের প্রতি এভাবে খেয়াল রাখি তাহলে তারা নিয়মিতভাবে ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আর এভাবে যদি একটি পরিবারের সব সদস্য ধর্মীয় বিধান পালনে নিজেদের নিয়োজিত করে তাহলে পর্যায়ক্রমে সমাজের সবার মধ্যে এই অভ্যাস ছড়িয়ে পড়বে। তখন আমরা একটি আলোকিত সমাজ পাব। যে সমাজের সবার মধ্যে থাকবে ধর্মভীতি ও ধর্মচর্চা। আর তাদের থেকে দূর হবে সব ধরনের অরাজকতা।

পরিবারকে সালাতে অভ্যস্ত করার পুরস্কার

যারা পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দেবে এবং তাদের সালাতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবে, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইসমাইল (আ.)-এর প্রশংসা করে বলেছেন,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا

'সে তার পরিবারকে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল আল্লাহর সন্তোষভাজন বান্দা।' (সুরা: মারিয়াম, আয়াত: ৫৫)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির (রা.) বলেন, 'আল্লাহর আনুগত্যে অবিচলতা ও পরিবারকে তার নির্দেশ দেওয়ার কারণেই আল্লাহ এই উচ্চতর প্রশংসা করেছেন।'

সালাত আদায়কারীদের পরিচয়

১। সালাতে খাশিয়ূন বা বিনীত থাকা: প্রকৃত সালাতকারীগণ তাদের সালাত সম্পাদন করে বিনয়ের সাথে। তারা আখিরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতির সাথে সালাত সম্পাদন করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ

"যারা তাদের সালাতে ভীতি-অবনত" (www.quranmazid.com, সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ২)

২। অনর্থক কথা কাজ থেকে বিমুখ থাকা: প্রকৃত সালাতকারীগণ অনর্থক কথা কাজ থেকে বিমুখ থাকে। অন্য কথায়, যারা অনর্থক কথা কাজ থেকে বিমুখ থাকে না বরং অনর্থক কথা কাজে মগ্ন থাকে তারা প্রকৃত সালাতকারী নয়। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَۙ

"আর যারা অসার কর্মকাণ্ড থেকে থাকে বিমুখ " (www.quranmazid.com, সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ৩)

৩। যাকাতের জন্য সক্রিয়: প্রকৃত সালাতকারীগণ যাকাতের জন্য সক্রিয় থাকে। সালাত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যাকাত প্রদান বা যাকাতে সক্রিয় থাকে। সালাত ও যাকাতকে দ্বীন ইসলামের দুটি মৌলিক কর্মকাঠামো হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে এবং তাই কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদানের বিষয়টি একটি কার্যগত জোড়া নির্দেশ

হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে তাদেরকে দ্বীনী ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَوَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন। (www.quranmazid.com, সুরা বাইয়েনাহ, আয়াত: ৫)।

৪। **লজ্জাস্থানের হেফাজত:** প্রকৃত সালাতকারীগণ তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযতে রাখে। তাদের বিবাহিত স্বাধীনা নারী এবং 'মা মালাকাত আইমান' (যাদেরকে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক অধীনস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে এরূপ স্ত্রী) এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, কারণ এক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। এর বাহিরে অন্য কারো যৌন নিবেদনে সাড়া দিলে তারা তিরস্কৃত হবে অথবা অন্য কাউকে কামনা করলেও তারা অবাধ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে। সেক্ষেত্রে তারা প্রকৃত সালাতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। 'মা মালাকাত আইমান' এর যে পরিচিতি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা কুরআন থেকে নির্গত। আল্লাহ সুরা মু'মিনূনে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَۙ

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ

আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত, (www.quranmazid.com, সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ৫-৬)

অন্যখানে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَۙ
اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَۚ

"আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী, তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী" (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ২৯-৩১)।

৫। আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা: প্রকৃত সালাতকারীগণ আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তারা কখনো কোনো ধরনের আমানতের খেয়ানত করে না এবং যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَۙ

"আর যারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি, (www.quranmazid.com, সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ৮)।

আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَۙ

"আর যারা তাদের আমানতও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী" (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ৩২)।

৬। সালাতের হেফাযত: প্রকৃত সালাতকারীগণ কোনোরকমভাবে বা কোনো কোনো সময় সালাত করেন না, বরং তাঁরা যথাসম্ভব যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে নিয়মিত সালাত সম্পাদন করেন, তাঁরা সালাতের হেফাযত করেন। সালাত হেফাযতের অংশ হিসেবে তাঁরা সফরকালে কাফিরদের কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফেতনার আশংকা থাকলে সালাত কসর বা সংক্ষিপ্ত করেন। আবার যেকোনো সময় স্বাভাবিকভাবে সালাত সম্পাদন সম্ভব হবে না বলে আশংকা হলে প্রয়োজনে পদচারী হয়ে বা আরোহী হয়ে তথা চলন্ত অবস্থায় সালাত করেন। অন্যদিকে নিরাপত্তাপূর্ণ অবস্থায় তাঁরা স্বাভাবিক নিয়মে সালাত করেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَۘ

"আর যারা নিজেদের সালাতে থাকে যত্নবান" (www.quranmazid.com, সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ৯)

সুরা মাআরিজে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَؕ

”আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে” (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ৩৪)

৭। অস্থিরমনা ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া: প্রকৃত সালাতকারীগণ অস্থিরমনা হন না। তাঁরা ধৈর্য্য ও স্থিরতার সাথে কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন, প্রত্যেক বিষয়কে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ভরসা রেখে মোকাবেলা করেন। কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করলে তাঁরা হাহুতাশ করেন না এবং কোনো মঙ্গল অর্জন করলে তাঁরা সেটির সরবরাহ রোধকারী না হয়ে বরং মঙ্গলজনক বিষয়কে সবদিকে সাধ্যমতো সরবরাহ করেন, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। তাঁরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেন। তাঁরা মজুদদারিতা করেন না। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًاۙ

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًاۙ

وَاِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًاۙ

اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَۙ

”নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে, যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী, আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া” (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ১৯-২২)।

৮। সার্বক্ষণিক সালাত: প্রকৃত সালাতকারীগণ সালাতের উপর দায়েম বা স্থায়ী হয়ে থাকেন। তারা সব সময় বা সার্বক্ষণিক সালাতরত থাকেন, সালাত সম্পাদন করেন। তাঁরা কোনোক্রমে আল্লাহর বিধানের নিবিড় অনুসরণ থেকে যেন বিচ্যুত হয়ে না পড়েন সেদিকে সদা সতর্ক হয়ে থাকেন।

الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآٮِٕمُوۡنَۙ

”যারা তাদের সালাতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত” (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ২৩)।

৯। মানবিক সাহায্যের দায়িত্ব পালন: প্রকৃত সালাতকারীগণের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী, প্রশ্নকর্তা বা উত্তর অনুসন্ধানী তথা গবেষক এবং ন্যূনতম চাহিদার যোগান থেকে বঞ্চিতদের

জন্য স্ব-স্বীকৃত অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা নিজ দায়িত্ববোধ অনুযায়ী মানবিক সাহায্য সহযোগিতা করার কাজে সক্রিয় থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌۙ
لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِۙ

"আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে, যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের" (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ২৪-২৫)

১০। বিচার দিবসের বিষয়ে সচেতনতা: প্রকৃত সালাতকারীগণ বিচার দিবসকে সত্য সাব্যস্ত করেন। তাঁরা স্বীয় প্রভুর তথা মহান আল্লাহ তায়ালার শাস্তি প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন থাকেন যে, নিজেদের কার্যক্রমে যদি মৌলিক কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, বড় কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِۙ

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَۚ

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ

"আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না" (www.quranmazid.com, সুরা মাআরিজ, আয়াত: ২৬-২৮)।

১১। সত্য সাক্ষ্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা: প্রকৃত সালাতকারীরা সত্য সাক্ষ্য প্রদানে দায়িত্বশীলতা বজায় রাখে। তারা কখনো সত্য সাক্ষ্য গোপন করে না ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। তারা নিজেদেরকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানে দায়িত্বশীল অনুভব করে। আল্লাহ সুরা মাআরিজে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَاۤىِٕمُوْنَۙ

"আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল" (www.quranmazid.com, সুরা ফাতিহা, আয়াত: ৩৩)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সালাত পরিত্যাগকারী

সালাত ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত এবং পঞ্চস্তম্ভের একটি। একজন মুসলমানের জন্য এটি দৈনিক পাঁচবার আদায় করা ফরজ। সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ইসলামের এই ফরজ বিধান অমান্য করে কবীরা গুনাহ করায় লিপ্ত হলো ফলে সে ফাসিক হয়ে যায়। তাই, সালাত বর্জন করা ঈমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতার পরিচায়ক। কোরআন ও হাদিসে সালাত পরিত্যাগকারীর জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

সালাত পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

আমাদের দেশে সালাত আদায়কারীর চেয়ে সালাত পরিত্যাগকারীর সংখ্যাই বেশী। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ভিক্ষুক পর্যন্ত সর্বস্তরে বেনামাযীতে ভরা। আমাদের দেশে সালাত পরিত্যাগকারীর সংখ্যাধিক্যতার নানাবিধ কারণ রয়েছে। যার কিছু কারণ নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

(১) সালাতের প্রকৃত গুরুত্ব, মর্যাদা ও অবস্থান উপযুক্তভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয় না।

(২) সালাত আদায় করার লাভ ও উপকারিতা যেভাবে উল্লেখ করা হয় এর বিপরীতে সালাত পরিত্যাগকারীর মারাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা তেমনভাবে উল্লেখ করা হয় না। অথচ উপকার অর্জনের চেয়ে অপকার ও ক্ষতি দমনে মানুষ বেশি তৎপর হয়ে থাকে।

(৩) সালাত পরিত্যাগকারীর কিছু পরকালীন ক্ষতি ও পরিণতি উল্লেখ করা হয় কিন্তু ইহকালীন তথা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কী ক্ষতি ও পরিণতির শিকার তা উল্লেখ করা হয় না।

(৪) আবার কেউ হাদীসের পরিপন্থী কিছু নিয়ম-কানুন যোগ হওয়ায় এগুলো তাদের জন্য সালাত আদায়ে অন্তরায় হয়েছে। যেমন বিভিন্ন সালাতের জন্য গদবাধা নিয়ত পড়ার নিয়ম যেমন 'নাওয়ায়তু আন...পড়া, ওযূতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পড়া...ইত্যাদি না জানার অজুহাতে সালাত পড়ে না। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীসে এগুলো নেই।

(৫) অনেকের সালাত আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও নিয়ম-কানুন ও সূরা কিরাআত না জানার কারণে সলাত আদায় করে না।

(৬) নতুন প্রজন্মের উপর প্রযুক্তির প্রভাবের কারণে আজকের ডিজিটাল যুগে মানুষ অনেক সময় প্রযুক্তি, গেম, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। রাত জেগে ফেসবুকিং, বিভিন্ন চ্যাটিং-এ ব্যস্ত থাকার ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠতে না পাড়ার ফলে ফজর সালাত পড়তে পারে না। আর এই সালাত কাযা হলে বাকি সালাতগুলো অবহেলা করে পড়ে না। এভাবে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রযুক্তিতে ব্যস্ততাই সালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে।

(৭) এখন অনেকে দিনে-রাতে ক্রিকেট, ফুটবল খেলা দেখায় মত্ত থাকে। সালাতের আযান কানে গেলেও তারা খেলা দেখার এই নেশায় টিভির/মোবাইলের সামনেই পড়ে থাকে। ফলে সহজেই সালাত থেকে গাফেল হয়ে যায়।

(৮) তরুণ প্রজন্মের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং বিশ্বায়নের কারণে অনেক তরুণ প্রজন্ম অন্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে, খ্রিষ্টান, ইহুদী, বিধর্মী অনেক সেলিব্রেটিকে অনুসরণ করে। তাই সালাত না পড়া বা নাস্তিকতাকে চর্চা করে নিজেকে তারা আধুনিক মানুষিকতার ধারক হিসাবে গৌরব বোধ করে। তবে ধর্মীয় চর্চা থেকে দূরে সরে যাওয়ার এই প্রবনতা গ্রামের চেয়ে শহরাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

(৯) এদেশের মানুষ প্রায় শতকা ৯০ ভাগই শ্রমজীবী, সবাই ব্যস্ততার জীবন যাপন করে। অথচ আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জনেরই বেশী আলিম ফরজ সুন্নাতের শব্দগত পার্থক্য করে থাকে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ইবাদাত সমান করে দেখেন এবং এভাবেই জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তার মানে যত ব্যস্ত লোকই হোক না এবং যত চাপের মুখে থাকুক না কেন যোহরের সলাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলে ফরজ পূর্ব ৪ রাকআত+ফরজ ৪ রাকআত+ফরজ বাদ ২ রাকআত = এই মোট ১০ রাকআত সলাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। অথচ সলাত পরিত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাস্তি ও পরিণতির কথা এসেছে তা কেবল ফরজ সলাত ও রাকআতগুলোর ব্যাপারেই। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সলাতকে একাকার করে রাখার কারণে ১০ রাকআতের সময় না থাকায় বা এতগুলো রাকআতের ঝামেলায় সালাতই পড়ে না। অথচ শুধু ৪ রাকআত পড়ে বের হয়ে গেলেই সে সলাত পরিত্যাগের যাবতীয় শাস্তি, কুপরিণতি ও ক্ষতি থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

(১০) অনেকে সালাতের এমনভাবে উপকারিতার বেষ্টনী দেয় যে, এ বেষ্টনীর কারণে অনেকেই সালাত পড়ে না। এ বেষ্টনী দেয়া হয় সূরা আনকাবূতের ৪৫ নম্বর আয়াতের

ব্যাখ্যা ও একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস দ্বারা। সূরা আনকাবূতের উক্ত আয়াতের অর্থ “..... আর সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় সালাত গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, যে ব্যক্তি সালাত পড়েও অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে না, তার সালাত হয় না। ফলশ্রুতিতে, যারা বিভিন্ন গুনাহর কাজে জড়িত তারা আর সালাত আদায় করে না। এ সম্পর্কে যঈফ হাদীসটি হলো-”যে ব্যক্তির সালাত তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার সালাত হয় না।” অন্য বর্ণনা মতে, সে ব্যক্তির আল্লাহ থেকে দূরত্ব বাড়ে। শাইখ আলবানী হাদীসটি যাচাই করে “মুনকার (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) বলেছেন। (সিলসিলা যঈফা, হাঃ নং ৯৮৫, যঈফুল জামি ৫৮৩৪)। অথচ বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামাযী ব্যক্তির দ্বারা অনেক ধরনের গুনাহ হতে পারে। যার কিছু গুনাহ (ছগীরা গুনাহগুলো) সালাতের মাধ্যমেই মাফ হয়ে যায়।

(১১) অনেকের বালেগ হওয়ার পরও বহু বছর সালাত পড়েনা। পরবর্তীতে আল্লাহ যখন সালাতের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং হেদায়েত দান করেন, তখন পূর্বের কাজা সালাতগুলোর জন্য অনেক অনুতপ্ত হয় এবং আলেমের কাছে ভালো পরামর্শের জন্য গেলে কোন কোন আলিমের ফতোয়ায় তাঁকে ’উমরী কাযা’ অর্থাৎ এপয©ন্ত যতগুলো সালাত কাযা করেছেন তা আদায় করার পড়ার পরামর্শ দেন। ফলে, সারা জীবন এই উমরী কাযার ঘানী টানার যন্ত্রণা যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে ৫ ওয়াক্ত সালাতের পাবন্দ হওয়া থেকে পিছু হটে যায়।

সালাত পরিত্যাগকারীর পরিনাম

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করে অথবা সালাতকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে সালাত তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে সালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান সমূহ নিম্নরূপ:

আল-কোরআনের আলোকে সালাত পরিত্যাগকারীর পরিনামঃ

(ক) আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَۙ

”কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।” (www.quranmazid.com, সুরা মা’উন, আয়াত: ৪-৬)

(খ) অলস ও লোক দেখানো মুছল্লীদের আল্লাহ মুনাফিক ও প্রতারক বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰىۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًاۖ

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে। অথচ তিনি তাদেরকেই ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।” (www.quranmazid.com, সুরা নিসা, আয়াত: ১৪২)।

(গ) অন্যত্র আল্লাহ তাদের 'ফাসেক্ব' (পাপাচারী) বলেছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ

'তিনি তাদের সালাত ও অর্থ ব্যয় কিছুই কবুল করবেন না।" (www.quranmazid.com, সুরা তওবা, আয়াত: ৫৩-৫৪)।

(ঘ) ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(www.quranmazid.com, সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)।

আর শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ইবাদত হল সালাত। সালাত পরিত্যাগকারীর জন্য মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ

'সুতরাং তারা যদি তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবেই তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (www.quranmazid.com, সুরা তাওবা, আয়াত: ১১)।

(ঙ) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসে (জাহান্নামের গভীরে) পতিত হবে।" (www.quranmazid.com, সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯)।

(চ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ
مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ
قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ

"অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কিসে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারী ছিলাম না।" (www.quranmazid.com, সুরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত: ৪১-৪৩)।

হাদিসের আলোকে সালাত পরিত্যাগকারীর পরিনাম

(ক) সালাত তরক করাকে হাদীসে 'কুফরী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৬৯)।

(খ) ছাহাবায়ে কেরামও একে 'কুফরী' হিসাবে গণ্য করতেন।[মিশকাত হা/৫৭৯] তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। তবে এই ব্যক্তিগণ যদি খালেছ অন্তরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয় এবং ইসলামের হালাল-হারাম ও ফরজ- ওয়াজিব সমূহের অস্বীকারকারী না হয় এবং শিরক না করে, তাহ'লে তারা 'কালেমায়ে শাহাদাত'কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় ইসলাম থেকে খারিজ নয় বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। কেননা এই প্রকারের মুসলমানেরা কর্মগতভাবে কাফির হ'লেও বিশ্বাসগতভাবে কাফির নয়। বরং খালেছ অন্তরে পাঠ করা কালেমার বরকতে এবং কবীরা গোনাহগারদের জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে এক সময় তারা জান্নাতে ফিরে আসবে। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৬০)। তবে তারা সেখানে 'জাহান্নামী' বলেই অভিহিত হবে। যেটা হবে বড়ই লজ্জাকর বিষয়।

(গ) জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।” (www.ihadis.com, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ২৬২০)। উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মুসলিম ভাই হতে পারে না।

(ঘ) রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘’যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আগামী কাল আল্লাহর সাথে মুলাকাত করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করে। যেখানেই উক্ত ছালাতের আযান দেয়া হোক।” (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ১০৭২)।

(ঙ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, মিহজান নামক এক ছাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বৈঠকে বসে ছিলেন। অতঃপর আযান হলে রাসূল (সাঃ) ছালাত আদায় করেন এবং মজলিসে ফিরে আসেন। তখন উক্ত মিহজান বসেছিলেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, ”তোমাকে কিসে মুছল্লীদের সাথে ছালাত আদায় করতে বাধা দিল? তুমি কি একজন মুসলিম ব্যক্তি নও?” ছাহাবী বললেন, আমি বাড়ীতে ছালাত আদায় করেছি। (www.ihadis.com, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নাম্বার: ৮৫৭)।

(চ) অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে- সালাত আদায় করা মুসলিম ব্যক্তির মূল পরিচয়। অন্য হাদীছে আরো কঠিন বক্তব্য এসেছে, জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘‘নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হল, সালাত পরিত্যাগ করা” (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৬৯)।

(ছ) আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ”আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল ছালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে, সে কুফুরী করবে”। (www.ihadis.com, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৭৪)।

(জ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে সে শিরক করবে। (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ১০৮০)।

(ঝ) আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক উকায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী বলতেন না, সালাত ব্যতীত। (www.ihadis.com, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নাম্বার: ২৬২২)।

অতএব যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে না, সে নিঃসন্দেহে কুফুরী করবে। অলসতা ও অবহেলায় কোন মুসলিম নামধারী যদি সালাত আদায় না করে তাহলে উক্ত অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাবে। শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর দয়ায় কালেমা ত্বাইয়েবার বরকতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (www.ihadis.com, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৬০)।

সালাত আদায়কারী বৃদ্ধির উপায়

সালাতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে ধর্মীয় শিক্ষা, পরিবার থেকে অনুপ্রেরণা, এবং সামাজিক পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তাছাড়া সালাতের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উপকারিতা বোঝানোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সালাত মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম। তবে অনেক মানুষ সালাতের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না হওয়ার কারণে সালাত পরিত্যাগকারীর সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, এর ফলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সালাত আদায়কারী হিসাবে কবুল করে নিতে পারে-

(১) ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা শুধুমাত্র সালাতের বিধি-বিধান শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব, শৃঙ্খলা এবং জীবনে শান্তি আনার বিষয়গুলো মানুষকে উপলব্ধি করায়। বিদ্যালয়ে এবং মসজিদে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, উপদেশমূলক আলোচনা এবং সালাতের গুরুত্ব নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সালাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ধর্মীয় শিক্ষার এই প্রচেষ্টা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

(২) সালাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিতে পারিবারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই শিশুর প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে তারা নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা পায়। বাবা-মা যদি নিয়মিত সালাত আদায় করেন এবং সন্তানদের সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করেন, তাহলে শিশুরাও অনুপ্রাণিত হয়। নিয়মিত পারিবারিক পরিবেশে সালাতের চর্চা এবং এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করলে তা সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে পরিবারের সবাইকে সালাতের প্রতি আগ্রহী করা সম্ভব, যা সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বাড়াতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

(৩) একজন ভালো হক্কানি আলেমের সান্নিধ্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে, যেহেতু তাঁরা ইসলামের গভীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে সালাতের তাৎপর্য, ফজিলত এবং উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে পারেন। তাদের সৎ উপদেশ ও দিকনির্দেশনা একজন ব্যক্তিকে সালাতের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। পাশাপাশি তাদের সঙ্গ মানুষকে আল্লাহর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হতে উৎসাহিত করে। ফলশ্রুতিতে, সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বাড়তে পারে।

(৪) সালাত পরিত্যাগকারীর কিছু পরকালীন ক্ষতি ও পরিণতি উল্লেখ করার পাশাপাশি দুনিয়াতে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কী ক্ষতি ও পরিণতির কথা বাংলা ভাষায় বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতে হবে। এক্ষেত্রে মসজিদে খতিব, ওয়াজ-মাহফিলে মাওলানাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারেন।

(৫) যেসমস্ত অজুহাতে সালাত পড়ে না, সেগুলো চিহ্নিত করে কোরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে বাস্তব ভিত্তিক পরামর্শ দিতে হবে।

(৬) নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবারকে অনেক সজাত খাকতে হবে। সন্তান কার সাথে মিশে, কোন ধরনের কাচ করে, সালাত পড়ে কিনা নিয়মিত তার খোঁজ খবর রাখতে হবে। কেননা, বন্ধু তাদের উপর মারাত্বক প্রভাব ফেলতে পারে।

(৭) সালাত না পড়ে রাত জেগে টিভি দেখা, ক্রিকেট, ফুটবল, আপিএল দেখা কঠোরভাবে নিষেধ করতে হবে। পাশাপাশি, রাত জেগে ফেসবুকিং, বিভিন্ন চ্যাটিং-যেন করতে না পারে তার তদারকি করতে হবে। কেননা, এই আধুনিক প্রযুক্তিই সালাত পরিত্যাগকারী বানাতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৮) শ্রমজীবী এবং শহুরে জীবনের ব্যস্ততার কথা বিবেচনা করে কোরআন-হাদিসের আলোকে প্রথমে ফরজ সালাতগুলো পালনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। যাতে সালাতটাকে তারা অতিরিক্ত বোঝা মনে না করে।

(৯) বড়রা যখন নিয়মিত সালাত আদায় করেন, তখন ছোটরা তাঁদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়। পরিবার ও সমাজে বড়দের আচরণ ছোটদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে অভ্যাস গড়ে তোলে। তাই বড়রা যদি সালাতের প্রতি গুরুত্ব দেন, তাহলে ছোটরাও স্বাভাবিকভাবে এ অভ্যাস গড়ে তুলবে। এর ফলে সমাজে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বাড়বে, যা একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

পরিশেষে, এমন একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টায় থাকতে হবে, যেখানে মানুষ একে অপরকে ধর্মীয় কাজে অনুপ্রাণিত করবে, সালাত পালনে উৎসাহ যোগাবে, পরস্পরকে সহযোগিতা করবে, সৎ পথে চলার অনুপ্রেরণা দেবে যা মানুষ সমাজে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে নৈতিকতার পথে চলে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, পুরো সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আল-কোরআন

২. সহিহ বুখারী

৩. সহিহ মুসলিম

৪. সুনানে আন-নাসায়ী

৫. সুনানে আবু দাউদ

৬. আত-তিরমিজি

৭. ইবনে মাজাহ

৮. মিশকাতুল মাসাবিহ

৯. রাহে বেলায়েত ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিকর ওযীফা- ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

১০. WHYPRAYIN ARABIC BY: AHMED HUSSEIN SHERIFF, Bilal Muslim Mission of Tanzania.

১১. অনলাইন উইকিপিডিয়া

১২. জামাতে নামায পড়া, শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী, ২০১২

১৩. আল কোরআনের আলোকে সালাত, অনুবাদ: শওকত জাওহার, সাদিক মোহাম্মদ আলম, ২০১২